সর্বজন শ্রদ্ধেয় নাট্যকার
অগ্রজ প্রতিম
মাননীয় শ্রীমন্মথ রায় মহাশয়ের
করকমলে

দক্ষিণ কলিকাতার নিউ আলিপুর অঞ্চলে সদ্য নির্মিত রঙ্গমঞ্চ পিয়াসীতে উদ্বোধনী নাট্যপ্রয়াস 'বন্দর'। পিয়াসীর স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত গোপাল সিংহরায়ের আগ্রহেই 'বন্দর' রচিত হয়েছিল এবং প্রায় অর্দ্ধ বৎসরাধিককাল নিয়মিত অভিনীতও হয়েছিল পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার পরিপূরক দক্ষিণ কলিকাতার নাট্যসম্ভাবনার পথিকৃৎ হিসাবে পিয়াসীর আত্মপ্রকাশ নিঃসন্দেহে এতদঞ্চলের আপামর নাট্যামোদীকে খুশী করেছে। এই সৎ প্রচেষ্টার জন্য শ্রীযুক্ত সিংহরায় মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই এবং 'বন্দর' নাট্য প্রচেষ্টার সাফল্যের মূলে যে শিল্পী, নেপথ্যশিল্পী ও কলা-কুশলীগণ ঐকান্তিক পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বন্ধুবর শ্রীসুনীল দত্ত এই নাট্য-প্রকাশনায় যে আগ্রহ দেখিয়েছেন তার জন্য এই সুযোগে তাঁকেও ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি।

বীরু মুখোপাধ্যায়

॥ নাট্যকারের অন্যান্য নাটক ॥

সংক্রান্তি
এতোটুকু বাসা
স্বপ্ন শেষ
সাহিত্যিক
রাহুমুক্ত (যাত্রা)
বিশে জুন
চার প্রহর
লাল দিঘির ধারে
ভাঙ্গা গড়ার খেলা
দাদা জন্মালেন

চলছে চলবে

[চারটি ছোট নাটকের সংকলন]

আত্মহত্যা

*

অষ্টগ্রহ সম্মেলন

*

ফুলশয্যার রাতে

*

একটি গল্পের মৃত্যু

শ্রীবিপুল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিঃ ৯

প্রথম প্রকাশ :
ভাদ্র, ১৩৭৮

Chalchhe Chalbe
-a collection of four one act seriocomic dramas.

প্রচ্ছদ : হেমকেশ ভট্টাচার্য

মূল্য : ৩·৫০

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা-৯ জাতীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এস. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ১।১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট কলিকাতা-৬ বীণাপাণি প্রেস হইতে কানাইলাল ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

আমার পরম আরাধ্য পিতৃদেব শ্রীযুত দিগিন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রীচরণ কমলে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করে পরম কৃতার্থ লাভ করলেম। ইতি—

ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৭৮ স্নেহধন্য

বিপুল

নাট্যকারের কথা

সাহিত্য যেমন জীবনের প্রকাশ, তেমনি নাটক হ'ল সেই প্রকাশেরই বাস্তব রূপ। মঞ্চায়নে তার সার্থক প্রকাশ ঘটে।

নাটকের মধ্য দিয়ে শুধু জীবন যন্ত্রণা বা যুগযন্ত্রণাই প্রকাশ হয় না, তার সাথে জীবনের অজস্র অনুভূতিরও প্রকাশ হয়! সে প্রকাশ কখনো অমৃতের কখনো যন্ত্রণার।

নাটক তাই জীবনের অমৃত-যন্ত্রণা।

মঞ্চে এই অমৃত-যন্ত্রণারই অজস্র-রূপ আমরা দেখি কত বিচিত্র ভাবে।

অজস্র বললুম এই জন্য যে মানুষের সকল অনুভূতি নাটকে প্রকাশ সম্ভব নয়।

সাহিত্য, সংগীত, নাটক প্রভৃতি এই সঠিক অনুভূতিরই এক একটি দিক মাত্র।

যাক্, নাটকে আমরা জীবনের অমৃত-যন্ত্রণার অজস্র রূপ মঞ্চের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করি নানান ভাবে। কখনো বক্তব্যে মুগ্ধ হই, অভিনয় হল সেখানে গৌণ, আবার কখনও অভিনয়ে মুগ্ধ হই, বক্তব্য হয় সেখানে গৌণ। বর্তমানে আবার বহুক্ষেত্রে নাটকের বক্তব্য ও অভিনয়কে ছাড়িয়ে আঙ্গিকই মূল হয়ে উঠেছে। এ যেন প্রাণহীন দেহে সুসজ্জিত অলঙ্কার! যন্ত্রসভ্যতার চরম বিরূপ দিক এটি। যান্ত্রিকতার চমকই এখানে আছে।—জীবনের সহজ বিকাশ এখানে মৃত।

এক্ষেত্রে ব্রেখট্ বা স্তালিনোভোস্কির চিন্তাধারার দ্বন্দ্বরূপের মূল্যায়ণ ও মঞ্চায়ণের সার্থকতা কতদূর হচ্ছে—তা নিয়ে আলোচনা করবোনা, কারণ নাটক নাটকই। দেহের চেয়ে প্রাণের মূল্য বেশী। প্রাণহীন দেহ সাজিয়ে লাভ নেই। নাটকের প্রাণ হচ্ছে বক্তব্য, দেহ হচ্ছে অভিনয় আর দেহের আভরণ হচ্ছে আঙ্গিক মাত্র। একথা অনেকেই মনে রাখেন না বলে বক্তব্য বা অভিনয়কে ছাড়িয়ে আঙ্গিকের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। ফলে মঞ্চে আলোর চমক, ঝড়বৃষ্টি, সমুদ্র, জাহাজ প্রভৃতি দিয়ে দর্শকের মনকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে নাটকের বক্তব্য বা অভিনয় থেকে।

তবে সুখের কথা বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলতঃ বক্তব্যই প্রধান স্থান পাচ্ছে নাটকে।

আত্মহত্যা

: চরিত্র :

বিপ্লব দে—আত্মহত্যা পিয়াসী
রোমান্টিক যুবক

ডক্টর রায়—আত্মহত্যার ওপর রিসার্চ
পাওয়া সাইকোলজিষ্ট

মিতা—সাইকোলজিষ্টের স্ত্রী

কমল—সাইকোলজিষ্টের শ্যালিকা তথা
আধুনিক কবি

প্রথম দৃশ্য

[বিখ্যাত সাইকোলজিষ্ট ডক্টর রুবেন রায়ের চেম্বার। চেম্বারটি যথারীতি সুসজ্জিত। ডক্টর রায় একমনে বসে একটা জার্নাল পড়ছেন। এমনি সময় একটি সুদর্শন তরুণ চেম্বারে প্রবেশ করলো।]

তরুণ ॥ নমস্কার, আপনি নিশ্চয়ই বিখ্যাত সাইকোলজিষ্ট ডক্টর রুবেন রায় ?

ডঃ রায় ॥ (জার্নালটা বন্ধ করে) নমস্কার, হ্যাঁ তাই, কিন্তু আপনি ?

তরুণ ॥ আমার নাম বিপ্লব দে। আমি এসেছি আপনার কাছে একটি আত্মহত্যার ব্যাপারে।

ডঃ রায় ॥ আত্মহত্যার ব্যাপারে ?—কি হয়েছে বলুন।

বিপ্লব ॥ (মৃদুহেসে) হয়নি, তবে হবে।

ডঃ রায় ॥ (বিস্মিত স্বরে) মানে ?

বিপ্লব ॥ মানে আমি একটি আত্মহত্যা করতে চাই।

ডঃ রায় ॥ (অবাক হয়ে) একটি আত্মহত্যা করতে চান ?

বিপ্লব ॥ (হেসে) একটির বেশী দুটি আত্মহত্যা তো আর করা যাবেনা এক জীবনে—অথচ দেখুন ডক্টর রায়, আত্মহত্যার কত বিচিত্র বৈচিত্র্যপূর্ণ পথ রয়েছে চোখের সামনে। আমার ভীষণ ইচ্ছে করে সব পথে একবার করে আত্মহত্যা করে আত্মহত্যার বৈচিত্র্যের মধ্য দি জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করতে। কিন্তু মানুষের এমনি কপাল যে একবারের বেশী দু'বার আত্মহত্যা করা যায় না।

ডঃ রায় ॥ (মৃদু হেসে) তা কি করে সম্ভব বলুন!

বিপ্লব ॥ সেই জন্যই তো ডক্টর রায় আপনার কাছে আসা। আপনি তো আত্মহত্যার ওপর রিসার্চ করেই ডকটরেট হয়েছেন। তাই বাজারে যত রকম আত্মহত্যা হচ্ছে সে সম্বন্ধে আপনার নিশ্চয়ই Latest ফরমুলা জানা আছে!

ডঃ রায় ॥ তা আছে, কারণ আত্মহত্যা প্রতিদিন চলছে চলবে।

বিপ্লব ॥ (উৎসাহিত হয়ে) Exactly, আপনি আমাকে এখন শুধু বলে-দেবেন যে বাজারে যতগুলো আত্মহত্যার পথ চালু রয়েছে তার মধ্যে কোনগুলো সবচেয়ে Latest বেরিয়েছে এবং তা সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আত্মহত্যার বাজারে কি রকম 'হিট' সেল্ দিচ্ছে।

ডঃ রায় ॥ O. K.

বিপ্লব ॥ এই Latest আত্মহত্যার পথগুলোর মধ্যে যে পথটি সবচেয়ে অভিনব ও টেকনিকের দিক থেকে সর্বাধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং আরামপ্রদ আত্মহত্যা হবে, সেটাই আমাকে বলবেন। ঠিক সে ভাবেই আত্মহত্যা করে আমি জীবনকে fully enjoy করবো। আর আপনার এই Advice-এর জন্য আপনার যা Fee তার Double আমি আপনাকে দেব।

ডঃ রায় ॥ (খুসি হয়ে) Many Thanks, বিপ্লববাবু, For your information, আপনাকে বলছি, আমি দীর্ঘকাল ধরে এই আত্মহত্যার বাপার নিয়ে Search করতে করতেই Research করে ডক্টরেট হয়েছি। তাই আত্মহত্যার ব্যাপারে আমি আপনাকে এমন valuable latest formula বলে দেব যে তাতে আত্মহত্যা করে দেখবেন আপনি সত্যই সুখী হবেন। এ ব্যাপারে আমি আপনাকে 'সেণ্টপারসেণ্ট' গ্যারান্টি দিতে পারি।

বিপ্লব ॥ (উৎসাহিত হয়ে) সেটা জানি বলেই তো আপনার কাছে এসেছি ডক্টর রায়। এবার আত্মহত্যার জন্য Latest formulaটা বলে দিন।

ডঃ রায় ॥ তা বলছি। কিন্তু তার পূর্বে আমার জানা দরকার কেন আপনি আত্মহত্যা করতে চাইছেন! কারণ আপনার আত্মহত্যা করতে চাওয়ার ওপরই নির্ভর করছে কি formula আমি আপনাকে দেবো।

বিপ্লব ॥ Very good, আমি আত্মহত্যা করতে চাই এই জন্য যে জগতের সবকিছু একঘেয়ে চলছে চলবে বলে। জন্ম চলছে চলবে, সুখ দুঃখ প্রেম হতাশা বিরহ মিলন যথারীতি চলছে চলবে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের একই ধরনের রূপান্তর চলছে চলবে। শিশু থেকে বালক, বালক থেকে কিশোর, কিশোর থেকে তরুণ, তরুণ থেকে যুবক, যুবক থেকে প্রৌঢ় আবার প্রৌঢ় থেকে বৃদ্ধ—এই এক ঘেয়ে রূপান্তর চলছে চলবে। এর মধ্যে কোন বৈচিত্র্য খুঁজে পাইনে। প্রকৃতি একই নিয়মে চলছে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা চলছে চলবে। তাই বেঁচে থাকবার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য খুঁজে পাচ্ছি না বলেই আত্মহত্যা করে বাঁচতে চাই। তবে আত্মহত্যাটা অভিনব হওয়া চাই।

ডঃ রায় ॥ (নোট করতে করতে) অভিনব আত্মহত্যা কেন চান?

বিপ্লব ॥ ভেবে দেখলুম, আত্মহত্যার অভিনব বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই একমাত্র বেঁচে থাকা সম্ভব জীবনের স্বাদ নিয়ে। তাই আত্মহত্যার জগতে আমার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সর্বাধুনিক টেকনিকে আত্মহত্যা করলে

আমি এ লাইনে পাইওনিয়ার হয়ে থাকবো। যারা পরে আত্মহত্যা করবেন আমার পথে তাঁদের কাছে আমি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবো। তাই অভিনব আত্মহত্যা করতে চাই।

ডঃ রায় ॥ (লেখা বন্ধ করে)—আপনার মধ্যে বিরাট frustration এসেছে দেখছি, বিপ্লব বাবু। Philosophical frustration বলা যায়। আপনার এই হতাশাদর্শনের পেছনে নিশ্চয়ই কারণ রয়েছে। আচ্ছা, আপনি কি কখনও কারো ভালবাসা পেয়েছিলেন জীবনে ?

বিপ্লব ॥ (মৃদুহেসে) তা পেয়েছিলুম বইকি। কিন্তু কপালে টিকলো না।

ডঃ রায় ॥ (উৎসাহিত হয়ে)—কি ব্যাপার বলুন তো ?

বিপ্লব ॥ বছর দেড়েক পূর্বে আমি যখন ভালবাসার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলুম তখন এক ভদ্রমহিলা এসে আমাকে বললেন যে তাঁর ভালবাসা আছে আমার জন্য। আমি সাথে সাথে রাজী হয়ে গেলাম। তিনি আমাকে ভালবাসা দিলেন। কিন্তু দু'মাস বাদেই তিনি আমাকে বললেন যে তার এই ভালবাসার দাম আরও বাড়িয়ে দেবেন। আমি প্রতিমাসে তার ভালবাসার জন্য দেড়শো টাকা করে ভাড়া দিতুম। কিন্তু ভদ্রমহিমা বললেন যে এবার থেকে দু'শো টাকা দিতে হবে তার ভালবাসার জন্য। ফলে আমি তার ভালবাসা ছেড়ে চলে এলাম। তবে দুঃখ রয়ে গেল এই যে তার ভালবাসাটা সত্যই ভাল ছিল। জানেন তো আজকালকার দিনে ভালবাসা পাওয়া কত কঠিন জিনিস।

ডঃ রায় ॥ (হতাশ হয়ে) আমি সে ভালবাসার কথা বলিনি বিপ্লববাবু। মানে 'প্রেম' যাকে বলে তা হয়েছে কি ?

বিপ্লব ॥ (হেসে) না, ওসব আমার ধাতে সয়না। তাছাড়া দার্শনিক সোপেন-হাওয়ার বলেছেন যে মেয়েরা স্বভাবতঃ ছেলেদের তুলনায় বেশ বোকা। তা আমি বুদ্ধিমান হয়ে বোকার কাছে প্রেম করতে যাব কেন বলুন ?

ডঃ রায় ॥ (হেসে) আচ্ছা বিপ্লববাবু, আপনি কি বেকার ?

বিপ্লব ॥ (মৃদুহেসে) তা বলতে পারেন আমাকে।

ডঃ রায় ॥ (উৎসাহের সাথে) তাই নাকি? কত বছর হ'ল আপনি বেকার?

বিপ্লব ॥ পাঁচ বছর হ'ল আমি বেকার। মানে পাঁচ বছর পূর্বে আমার 'কার' ছিল। এখন 'কার' নেই তাই বেকার। যার 'কার' নেই সেই তো বেকার। কি বলেন, ডক্টর রায়?

ডঃ রায় ॥ (হতাশভাবে) আমি সে অর্থে আপনাকে বেকার বলিনি। আপনি কি কোন কাজ করেন না?

বিপ্লব ॥ কাজ ছাড়া তো জগতে কেউ নেই। চিন্তা করাও একটা কাজ। সে কাজ সবাই করে। তবে যদি চাকরী বা ব্যবসা বলেন তা আমি করিনে। কারণ আমার বাবা আমাকে দশবার পৃথিবী থেকে আত্মহত্যা করে যাবার মত আর্থিক সচ্ছলতা দিয়ে গেছেন।

ডঃ রায় ॥ (একটু চিন্তা করে) আচ্ছা বিপ্লববাবু, আপনি বিয়ে complete করেছেন?

বিপ্লব ॥ (হেসে) তা করেছি বইকি।

ডঃ রায় ॥ (খুশি হয়ে) আপনার স্ত্রী আপনার সাথে কি রকম ব্যবহার করেন?

বিপ্লব ॥ (হেসে) আমার স্ত্রী-ই নেই।

ডঃ রায় ॥ মানে মারা গেছেন!

বিপ্লব ॥ (মৃদু হেসে) কোনকালে জীবিত ছিলেন কিনা জানিনা।

ডঃ রায় ॥ (অবাক হয়ে) How strange। বউ হীন বিয়ে Complete করেছেন নাকি, বিপ্লববাবু?

বিপ্লব ॥ (মুচকি হেসে)—বি. এ. complete তো করেছি University-র সাথে।

ডঃ রায় ॥ (হতাশ হয়ে) না, না, আমি সে বি.এ.-র কথা বলছি না। I mean 'Marriage'-এর কথা জিজ্ঞেস করছি।

বিপ্লব ॥ ও, তাই বলুন। আমি married কিনা! না, এ ঝামেলাতে আমি নেই। মেয়েছেলেকে বিয়ে করা সংঘাতিক ব্যাপার মশায়।

ডঃ রায় ॥ (বিস্মিত হয়ে) কেন ?

বিপ্লব ॥ বাড়ী, গাড়ী, গয়না, শাড়ী—এই নিয়ে হ'ল নারী। আর এই নারীকে যে বিয়ে করে সে হ'ল আনাড়ী। আমি তাই আনাড়ী হতে চাইনে।

ডঃ রায় ॥ (মৃদু হেসে) তা বটে! তা হলে দেখা গেল আপনি ব্যর্থ প্রেমিক নন, বেকার নন, এবং বিবাহিতও নন। তবু আপনি আত্মহত্যা করতে চাইছেন!

বিপ্লব ॥ তার কারণ তো আমি পূর্বেই আপনাকে বললুম। জীবনের এই এক-ঘেয়ে চলছে চলবে-র বাইরে গিয়ে আমি অভিনব পথে আত্মহত্যা করে জীবনকে ভোগ করতে চাই। জীবনকে জানতে চাই মৃত্যুর অভিনব স্বাদের মধ্য দিয়ে।

ডঃ রায় ॥ (খাতায় লিখতে লিখতে) তার মানে ত্যাগের পথেই ভোগ করতে চান।

বিপ্লব ॥ (হেসে) Exactly, তাই।

ডঃ রায় ॥ (খাতা বন্ধ করে) বিপ্লব বাবু, এবার আপনাকে আমি আত্মহত্যার কয়েকটি টেকনিক বলছি—যেগুলো বর্তমানে আত্মহত্যার বাজারে বেশ চলছে তার মধ্যে কোনটি আপনার ভাল লাগে তা বলবেন। তারপর সে অনুসারে আমি আপনাকে Advice দেবো এবং আত্মহত্যার latest ব্যবস্থা করে দেবো।

বিপ্লব ॥ (খুশি হয়ে) O. K. এবার বলুন আত্মহত্যার টেকনিকগুলো।

ডঃ রায় ॥ দেখুন বিপ্লববাবু, আমি আত্মহত্যার বাজারটা ঘুরে দেখেছি যে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রভৃতি নৈতিক ব্যাপারে Heroic wayতে Venture করে আত্মহত্যার রেওয়াজটা বাজারে বেশ চলছে।

বিপ্লব ॥ তা ঠিক।

ডঃ রায় ॥ যেমন ধরুন, আপনি হাওড়াব্রীজে গিয়ে রেলিংএর ধারে দাঁড়িয়ে দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বেশ একটা জোরালো ও চমকপ্রদ সারগর্ভ বক্তৃতা শুরু করলেন। ফলে সাথে সাথে লোক জমে যাবে। অফিস টাইমে গেলে ভীড়টা আরো ভাল পাবেন। তারপর বক্তৃতা শেষ করেই চট করে বেশ কায়দা করে সবার সামনেই হঠাৎ গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন।

বিপ্লব ॥ Very good.

ডঃ রায় ॥ পরের দিনই বিদেহী হয়ে দেখবেন আপনার আত্মহত্যার কথা বেশ ফলাও করে খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে,—"একটি অভিনব ও চমকপ্রদ আত্মহত্যা" বলে। আপনি আত্মহত্যার জগতে অমর হয়ে রইলেন এই অভিনব পথের প্রবর্তক হয়ে। আবার বুদ্ধি খাটিয়ে এর সাথে শহীদও হতে পারেন বিপ্লববাবু।

বিপ্লব ॥ (সাগ্রহে)। কি ভাবে শহীদ হ'ব বলুন ?

ডঃ রায় ॥ আত্মহত্যার পূর্বে কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থনে যদি আপনার বক্তৃতাটা করেন তবেই আপনাকে সে দল রাতারাতি শহীদ বানিয়ে দেবে। কপাল ভাল থাকলে সেই রাজনৈতিক দলের কোন ক্যামেরাম্যান হয়তো আপনার একটা ফটোও তুলে নিতে পারে আত্মহত্যার সময়। পরের দিন আপনার ফটোও ছাপা হয়ে বের হবে কাগজে। আপনি শহীদ হলেন।

বিপ্লব ॥ (খুশি হয়ে) তাহলে আত্মহত্যা করেও শহীদ হওয়া যায় এভাবে !

ডঃ রায় ॥ যে কোন দলের হয়ে আত্মহত্যা করলেই আপনি শহীদ হয়ে যাবেন। আবার কোন দলের হয়ে না করলেও আপনি শহীদ হতে পারেন।

বিপ্লব ॥ (সাগ্রহে) কি রকম ?

ডঃ রায় ॥ অবশ্য এতে কপাল ভাল থাকা চাই। না হলে এ রকম সৌভাগ্য

আসে না। যেমন ধরুন, আপনি রাস্তা দিয়ে চলেছেন। কোন কাজে যাচ্ছেন হয়তো। হঠাৎ আশে পাশে কোথাও ছুই রাজনৈতিক দলের সশস্ত্র আলাপ শুরু হ'ল। বোমাগুলির মধুর আলাপের মধ্যে হঠাৎ একটা গুলি এসে আপনার বুকে চুমু খেল। আপনিও আরামে পরলোকে চলে গেলেন।

বিপ্লব ॥ বাঃ, বেশ তো!

ডঃ রায় ॥ যে দল আপনাকে প্রথমে দেখতে পেলে সেই দলই আপনাকে শহীদ বানাবে, সানন্দে। অবশ্য এ রকম ভাবে শহীদ হওয়া সবার ভাগ্যে হয় না। নিতান্ত কপালজোর না থাকলে এভাবে শহীদ হওয়া যায় না। যাক, আপনি হাওড়াব্রীজে এ ভাবে বক্তৃতা করে আত্মহত্যা করবার টেকনিকটা কি রকম মনে করেন, বিপ্লববাবু!

বিপ্লব ॥ চমৎকার, টেকনিকটা বেশ নতুন সন্দেহ নেই। দেখি তবে venture করে।

ডঃ রায় ॥ (উৎসাহ ভরে) O, sure, আত্মহত্যা করবার সময় দেখবেন বেশ 'মুড' এসে যাবে আপনার।

বিপ্লব ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত দিয়ে) Thank you Dr. Roy, for your splendid advice. এই নিন আপনার 'ফি'।

ডঃ রায় ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে টাকাটা পকেটে নিলেন, তারপর বিপ্লবের সাথে 'হাণ্ডসেক' করতে করতে) Wish your good luck for your nice 'committing suicide'.

বিপ্লব ॥ Thank you. আচ্ছা ডক্টর রায়, আত্মহত্যা করে এসে যদি আপনাকে জানিয়ে যাই যে কি রকম লাগলো আত্মহত্যা করতে, তাহলে আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো? মানে যদি কোন ভয় হয় আপনার!

ডঃ রায় ॥ (হেসে) না না সে ভয় আমার নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি তো জানেন আমি আত্মহত্যার ওপরে Research করে ডক্টরেট

পেয়েছি। আপনি নিঃসন্দেহে জানিয়ে যাবেন কেমন লাগলো আপনার আত্মহত্যা করতে অবশ্য যদি আপনার অসুবিধা না হয়।

বিপ্লব ॥ (মৃদু হেসে) আমার তো কোন অসুবিধাই হবে না ডক্টর রায়। আমার এই ক্ষণিক দেহটা তো তখন থাকবে গঙ্গায় আর আমি চিরন্তন আত্মা থাকবো তখন air-এ। আমি আর আমার 'দেহ' তো এক নই। আমি চিরন্তন, আমার দেহটা ক্ষণিকের। সুতরাং কোন অসুবিধা হবে না আমার। যাক্, তাহলে চলি ডক্টর রায়। আত্মহত্যার পরে আবার দেখা হবে।

ডঃ রায় ॥ আপনার শুভ আত্মহত্যার সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

[হাসি মুখে বিপ্লব দে'র প্রস্থান]

ডঃ রায় ॥ (ঘরের ভেতরের দিকে তাকিয়ে) মিতা, এক কাপ চা দিয়ে যাও। (নেপথ্যে—'আসছি'।) [ডক্টর রায় খাতা খুলে নোট করতে লাগলো। এমনি সময় চা হাতে ডক্টর রায়ের স্ত্রী' মিতা দেবীর প্রবেশ]

ডঃ রায় ॥ (চা হাতে নিয়ে) বোস মিতা।

মিতা দেবী ॥ (সোফায় বসতে বসতে) কার সাথে এতক্ষণ কথা বলছিলে? নোতুন পেসেণ্ট না পুরানো?

ডঃ রায় ॥ (চায়ে চুমুক দিতে দিতে) একেবারে নতুন পেসেণ্ট সব দিক দিয়েই। ছেলেটির নাম বিপ্লব দে। এই মাত্র আত্মহত্যা করতে গেলেন। সন্ধ্যাবেলা ফিরবেন আত্মহত্যা করে।

মিতা ॥ (চমকে) ওমা, সে কি কথা? ছেলেটিকে আত্মহত্যা করতে পাঠালে তুমি?

ডঃ রায় ॥ (হেসে) কেন আত্মহত্যা কি প্রতিদিন চলছে না?

মিতা ॥ তা চলছে চলবে কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যে ছেলেটা আবার মরে ভূত হয়ে এখানে আসবে! তাহলে যে ভূতের উপদ্রব শুরু হবে বাড়ীতে। তুমি তাহলে একাই রাতে বাড়ী থাকবে। আমি বাপের বাড়ী চলে যাবো আজ সন্ধ্যাবেলাই।

ডঃ রায় ॥ আঃ কি যা-তা বলছো পাগলের মত।

মিতা ॥ (উত্তেজিত হয়ে) পাগল আমি নই। পাগল তুমিই। একটা জল-জ্যান্ত ছেলেকে আত্মহত্যা করবার পরামর্শ দিলে!

ডঃ রায় ॥ (মৃদু হেসে) তা আমার কাজই তো হ'ল পরামর্শ দেয়া। আর সে তো আত্মহত্যা করবার জন্যই এসেছে। তবে আমি যে পরামর্শ দিয়েছি তাতে নিশ্চিন্ত থেকো বাড়ীতে ভূত আসবে না।

মিতা ॥ (অবাক হয়ে) মানে?

ডঃ রায় ॥ (হেসে) মানের উত্তর অনেক। এখন দেবো না। শুধু জেনে রেখো আমার experiment ব্যর্থ হবে না।

মিতা ॥ (চিন্তিত স্বরে) কিন্তু বিপ্লববাবু যদি আত্মহত্যা করে বসেন তা হলে কি হবে?

ডঃ রায় ॥ (মৃদু হেসে) অসম্ভব, যে ছেলে বেকার নয়, ব্যর্থ প্রেমিক নয়, এমন কি বিবাহিতও নয়—সে এত সহজে চট করে আত্মহত্যা করতে পারে না। তাছাড়া ছেলেটি অত্যন্ত চিন্তাশীল। চিন্তাশীল লোক কখনও চট করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। যাক্ ওসব কথা। বিপ্লববাবুর আত্মহত্যার এমন পাকা ব্যবস্থা করবো যা ভবিষ্যতে নিয়মিত আত্মহত্যার কারণ হবে।

মিতা ॥ তার মানে?

ডঃ রায় ॥ (মুচকি হেসে) তার মানে বিপ্লববাবুকে পাকাপাকি আত্মহত্যা করাবো! তুমি মা মণিকে ফোন করে দাও। সে কমলকে যেন এখানে পাঠিয়ে দেয় বিকেল বেলা। একেবারে রেডি করে। বুঝলে?

মিতা ॥ (মুচকি হেসে) বুঝেছি। দেখা যাক বিপ্লববাবুর কপালে সত্যিই আত্মহত্যা আছে কিনা।

ডঃ রায় ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে) তুমি তো জানো মিতা, আত্মহত্যার ওপর রিসার্চ করেই আমি তোমাকে পেয়েছি। মানে হাতে কলমে ডক্টরেট হয়েছি আত্মহত্যার মাধ্যমে।

[উভয়ের হাসি ও প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ডক্টর রায়ের তথাকথিত চেম্বার। রবেন রায় একটি সিগারেট ধরিয়ে দরজার দিকে তাকালেন। তারপর হাতঘড়ি দেখলেন একবার। এমনি সময় বিপ্লব দে'র প্রবেশ]

ডঃ রায় ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে) আসুন আসুন বিপ্লব বাবু। কি ব্যাপার আত্মহত্যা হয়ে গেল ?

বিপ্লব ॥ (চেয়ারে বসতে বসতে) আত্মহত্যা করলে তো আর এরকম সশরীরে আমাকে দেখতে পেতেন না।

ডঃ রায় ॥ (মৃদুহেসে) তা বটে। কিন্তু আত্মহত্যা কেন করলেন না ? টেকনিকটা তো বেশ ভালই দিয়েছিলুম আপনাকে।

বিপ্লব ॥ তা সত্যি। তবু করা গেল না। তার কারণটা বলছি। আপনার কথামত হাওড়াব্রীজে গিয়ে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বক্তৃতা শুরু করতেই বেশ লোক জমে গেল। হাততালিও পড়তে লাগলো। ভাবলুম আত্মহত্যার সাথে শহীদও হ'ব। তাই একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থনে বক্তৃতা করতে লাগলুম। আপনার কথামত ভীড়ও ক্রমেই বাড়তে লাগলো। কিন্তু তবু আত্মহত্যা করা হ'ল না।

ডঃ রায় ॥ কেন ? গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় লোকে ধরে ফেলেছিল নাকি ?

বিপ্লব ॥ না না, তা নয়। লোকদের বুঝতেই দিইনি যে আমি আত্মহত্যা করছি। বক্তৃতা শেষ করে জলের দিকে তাকিয়েই দেখি গঙ্গায় জোয়ার এসেছে। বাতাসও বেশ জোরে বইছে। বড় বড় ঢেউ উঠেছে গঙ্গায়। ভাবলুম এতউঁচু থেকে ঝাঁপ দিলে শরীরে ভীষণ লাগবে। ঢেউয়ের ধাক্কায় আর জলের তোড়ে দমবন্ধ হয়ে হাবুডুবু খেতে হবে আমাকে। সে এক বিশ্রী ব্যাপার। এত কষ্ট করে আত্মহত্যা করা যায় না।

ডঃ রায় ॥ কিন্তু আপনি তো মরবার জন্যই আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন ! তার জন্য এটুকু কষ্ট স্বীকার করে নিলে পারতেন।

বিপ্লব ॥ এটুকু কষ্ট কি বলছেন ডক্টর রায় ! এতো ভীষণ কষ্ট। মরবার পূর্বে এতকষ্ট করে মরতে পারবো না। আমি তো আপনাকে প্রথমেই বলেছি ডক্টর রায়, আমি আত্মহত্যা করতে চাই আরাম করে। বেশ আরামপ্রদ ও অভিনব পথে আত্মহত্যা করতে চাই। আমি তো দুঃখে আত্মহত্যা করতে চাচ্ছি না, আমি আনন্দের জন্য, অভিনবত্বের জন্য এবং স্মরণীয় বরণীয় হয়ে থাকবার জন্য আত্মহত্যা করতে চাচ্ছি।

ডঃ রায় ॥ (মৃদু হেসে) That is true। তারপর কি করলেন ?

বিপ্লব ॥ তারপর বাড়ী চলে এলুম। ভাবলুম ভাঁটার সময় আত্মহত্যা করবো। খাওয়া দাওয়া সেরে বিকেল বেলা আবার গেলুম হাওড়া ব্রীজে আত্মহত্যা করতে। আবার যথারীতি বক্তৃতা দিলুম। ভীড়ও হ'ল খুব। হাততালিও পড়লো প্রচুর।

ডঃ রায় ॥ বেশ, তারপর ?

বিপ্লব ॥ তারপর ঝাঁপ দেবার পূর্বে জলের দিকে তাকিয়ে দেখলুম জল অনেক নেমে গেছে। বাতাস নেই, ঢেউ-ও নেই। ভাবলুম যদি এখন এত উঁচু থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি তবে সোজা জলের নীচে যেতে হবে। আর জলের নীচে প্রায়ই প্রতিমা বিসর্জনের পর বাঁশের কাঠামোগুলো থাকে, তার মধ্যে মাথাটা যদি গেঁথে যায় তবে তো একেবারে রক্তারক্তির ব্যাপার হবে। এত রক্ত নষ্ট করে এত যন্ত্রণা পেয়ে আত্মহত্যা করবার কোন মানে হয়না। তাই চলে এলাম।

ডঃ রায় ॥ তা বেশ করেছেন। আচ্ছা বিপ্লববাবু, আমরণ অনশন করে মৃত্যু বরণ করা মানে আত্মহত্যা করা কি রকম মনে করেন আপনি ? বর্তমানে এ লাইনে অনেকে আত্মহত্যা করে বেশ নাম কিনছেন।

বিপ্লব ॥ না খেয়ে থেকে তিলে তিলে আত্মহত্যা করা তো রীতিমত কষ্টকর

ব্যাপার। আমি চাই বেশ ভাল করে খেয়ে দেয়ে আরাম করে আত্মহত্যা করতে।

ডঃ রায় ॥ (একটু চিন্তা করে) জানেন বিপ্লববাবু, আত্মহত্যার বাজারে একটি টেকনিক খুব চলছে এখন। টেকনিকটা হ'ল সবাইকে জানিয়ে সবার সামনে গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে আত্মহত্যা করা। বর্তমানে দেশবিদেশে এটা খুব চলছে। টেকনিকটা অবশ্য Foreign থেকে import করা। আপনার কেমন লাগে বিপ্লব বাবু!

বিপ্লব ॥ (একটা সিগারেট ধরিয়ে রিং করে) টেকনিকটা অবশ্য বেশ নতুন বলা যায়। তবে এভাবে শরীরকে কষ্ট দিয়ে পুড়ে মরাটা ভয়ানক যন্ত্রণা-দায়ক। এত যন্ত্রণা ভোগ করে আত্মহত্যা করা যায় না। আত্মহত্যা করবো শান্তিতে আরামে ও অভিনব ভঙ্গিতে—যা দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে আমাকে চিরকাল স্মরণ করবে।

ডঃ রায় ॥ (মৃদুহেসে) দেখুন বিপ্লব বাবু, আপনাকে আমি যতগুলো আত্মহত্যার Latest technic দিলুম তার কোনটাই আপনার পছন্দ হ'ল না। এবার আপনাকে আমি তিনটি মহান জিনিসের কথা বলছি—যে গুলো এখন আত্মহত্যার পরম প্রেরণা স্বরূপ। এ নিয়ে গবেষণাও চলছে এবং এর ফলও আশাতীত পাওয়া যাচ্ছে। জিনিস তিনটি হ'ল—রাজনৈতিক বক্তৃতা, সচিত্র সিনেমা সাহিত্য এবং আধুনিক কবিতা। এই তিনটির মধ্যে কোনটি আপনাকে আত্মহত্যার পথে সবচেয়ে বেশী প্রেরণা দেয় বলুন।

বিপ্লব ॥ (খুসি হয়ে) তিনটিই আমাকে আত্মহত্যার জন্য যথেষ্ট প্রেরণা দেয় ডক্টর রায়।

ডঃ রায় ॥ (মৃদুহেসে) বেশ, তিনটি প্রেরণার কথাই একে একে বলুন।

বিপ্লব ॥ (চেয়ার থেকে উঠে একটু পায়চারী করে) প্রথমটির কথাই ধরুন, মানে রাজনৈতিক বক্তৃতার কথা বলছি। অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত

জনগণের উদ্দেশ্যে যখন জননেতারা সুসজ্জিত মঞ্চ থেকে প্রতিদিন অজস্র বক্তৃতায় আরো দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে বরণ করবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান তখন আমি মনে প্রাণে আত্মহত্যা করবার ভীষণ প্রেরণা অনুভব করি। তারপর Aircondition ঘর থেকে বা নৈশ ভোজসভা থেকে যখন এই দেশনেতারা নিজেদের দরিদ্র জনগণের একান্ত অনুগত সেবক বলে সংবাদ-পত্রে বিবৃতি দেন তখনও আমি আত্মহত্যা করবার প্রচণ্ড প্রেরণা পাই।

ডঃ রায়॥ বেশ, এবার বলুন সচিত্র সিনেমা থেকে কি ভাবে আপনি আত্মহত্যার প্রেরণা পান।

বিপ্লব॥ (চেয়ারে বসতে বসতে) যখন দেখি সর্বাধিক বিক্রিত ও বিকৃত সিনেমা পত্রিকায় সাহিত্যের নামে নরম গরম নোংরা গন্থ পদ্য পরম উত্তেজনায় সাহিত্যকে কবর দিচ্চে—তখন সত্যই আত্মহত্যার প্রেরণা পাই।

ডাঃ রায়॥ আর আধুনিক কবিতা থেকে কি করে আত্মহত্যার প্রেরণা পান?

বিপ্লব॥ আধুনিক কবিতা থেকেই মনে হয় আমি আত্মহত্যার শ্রেষ্ঠ প্রেরণা পাই। যখন দেখি এই দুরন্ত দুর্বার দুর্বোধ্য গদ্য কবিতার গদার আঘাতে বাংলা সাহিত্যের কাব্য শাখা ভেঙ্গে পড়েছে, তখন সেই ভগ্ন ভূলুণ্ঠিত রূপ প্রাণভরে দেখতে দেখতে আমার প্রাণ ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে জগত থেকে। আর উপলব্ধি করি—প্রতিটি দুর্বোধ্য আধুনিক কবিতা হ'ল আত্মহত্যার এক একটি ট্যাবলেট। আত্মহত্যার এমন বন্ধু সাথী আর পথ-প্রদর্শক এ যুগে আর নেই।

ডঃ রায়॥ বিপ্লববাবু, এই আধুনিক কবিতাই হ'ল আত্মহত্যার বাজারে বর্তমানে Latest Medicine। আত্মহত্যার পক্ষে এমন মনোরম ভঙ্গী ও অভিনব টেকনিক আর নেই। তাই আধুনিক কবিতাই হ'ল বর্তমানে আত্মহত্যার সর্বশ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক।

বিপ্লব ॥ ঠিক বলেছেন।

ডঃ রায় ॥ আপনি একটির পর একটি আধুনিক কবিতা শুধু শুনে যান। দেখবেন আত্মহত্যা করবার ব্যাকুলতা আপনার ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে। তারপর ব্যাকুলতার পূর্ণতার মাঝে আপনি আধুনিক কবিতার মধুর রূপ দর্শন করতে করতে আত্মহত্যা করে মোক্ষ লাভ করবেন।

বিপ্লব ॥ (খুশি হয়ে) Wonderful, nice, splendid, অপূর্ব অনবদ্য আপনার এই ফরমুলা ডঃ রায়। আত্মহত্যা করে আমি মরে গিয়েও চিরকৃতজ্ঞ থাকবো আপনার কাছে এই অভিনব ফরমুলার জন্য। পরলোকে গিয়ে অন্যান্য আত্মাদের কাছে বলবো আপনার এই মহান আবিষ্কারের কথা। আমার দৃঢ়বিশ্বাস পরলোকবাসী মহান আত্মাগণ এই আধুনিক কবিতা শুনে আনন্দে আবার আত্মহত্যা করবেন। আপনি আমাকে এবার আধুনিক কবিতা শোনাবার ব্যবস্থা করুন, ডক্টর রায়।

ডঃ রায় ॥ (মৃদু হেসে) সে ব্যবস্থা আমি করছি। তার পূর্বে একটি কথা শুধু মনে রাখবেন যে কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের দেশে এই আধুনিক কবিতাই হ'বে আত্মহত্যার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনব ও আরামপ্রদ পথ। এই আত্মহত্যায় কোন জ্বালা নেই, কোন যন্ত্রণা নেই, এমন কি আপনি যে আত্মহত্যা করছেন সে বোধও আপনার থাকবেনা। কারণ নিজের হাতে আপনাকে কিছুই করতে হবে না।

বিপ্লব ॥ Right you are.

ডঃ রায় ॥ এমনকি কিছু খেতেও হবে না। শুধু আধুনিক কবিতা শুনতে শুনতেই আপনি দেহ ছেড়ে চলে যাবেন আধুনিক কবিতার প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে।

বিপ্লব ॥ আপনার কথা শুনে আমার এখনি আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

ডঃ রায় ॥ Thank you. প্রতিটি আধুনিক গদ্য কবিতার দুর্বোধ্য শব্দগুলো কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশে আপনার প্রাণকে গরম করে ঠেলে

ঠেলে দেহ থেকে বের করে দেবে। আপনার অজান্তেই আপনার আত্মহত্যা হয়ে যাবে। এত সহজে আত্মহত্যার আর কোন ওষুধ জগতে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। এটা আপনাকে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।

বিপ্লব ॥ (আনন্দে) You are realy a great genius, Dr. Roy. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে আধুনিক কবিতা শুনিয়ে দিন। —please.

ডঃ রায় ॥ (মুচকি হেসে) সব ব্যবস্থাই আপনার জন্য তৈরী রয়েছে। আপনার আত্মহত্যার পাকাপাকি ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। চলুন আমার ড্রইংরুমে।

[উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য

[ডক্টর রায়ের ড্রইংরুম। বিপ্লব দে-কে নিয়ে ডঃ রুবেন রায় এই সুসজ্জিত ঘরে প্রবেশ করলেন।]

ডঃ রায় ॥ (একটা সোফায় বসতে বসতে) এই আমার ড্রইংরুম, বিপ্লববাবু। দয়া করে বসুন। (নেপথ্য লক্ষ্য করে) মিতা, কমল তোমরা এসো।

[মিতা ও কমলরাণীর প্রবেশ]

বিপ্লব ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে) নমস্কার, বসুন আপনারা। [স্মিত মুখে মিতা ও কমল সোফায় গেলেন]।

ডঃ রায় ॥ বিপ্লববাবু, আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, আমার স্ত্রী মিতা দেবী, আর ইনি হচ্ছেন আমার শ্যালিকা আধুনিক কবি কমলরাণী।

বিপ্লব ॥ (উভয়কে করজোড়ে নমস্কার করে) আমার সৌভাগ্য যে আজ আপনাদের সাথে আলাপ হ'ল।

মিতা ॥ (স্মিতমুখে) এই সৌভাগ্যের দাবী আমরাও করতে পারি । তাই না, কমল ?

কমল ॥ (কবিতার খাতা খুলতে খুলতে মিষ্টি হেসে) তা বলতে পার।

ডঃ রায় ॥ (কমলের দিকে তাকিয়ে) কমলরাণী, এবার শুরু কর তোমার কবিতা। তোমার এই আধুনিক কবিতা শুনবার জন্য এবং তাই শুনে মরবার জন্যই বিপ্লববাবু এখানে এসেছেন। তোমার স্বরচিত এই আধুনিক কবিতাই হবে বিপ্লববাবুর আত্মহত্যার একমাত্র ট্যাবলেট, তা মনে রেখো।

কমল ॥ (হাসিমুখে) তা জানি জামাইবাবু, আমি বিপ্লববাবুকে সেণ্টপারসেণ্ট গ্যারান্টি দিচ্ছি যে, বিপ্লববাবু আমার আধুনিক কবিতা শুনে মনের আনন্দে আত্মহত্যা করবেন।

বিপ্লব ॥ (আবেগভরে) আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কমলদেবী।

কমল ॥ (মৃদু হেসে) না না, ধন্যবাদের কি আছে! আধুনিক কবি হিসাবে এটা তো আমার একান্ত কর্তব্য সহৃদয় পাঠককে আধুনিক কবিতা শুনিয়ে আত্মহত্যা করবার প্রেরণা দেয়া। তাছাড়া এর ফলে আমি যথেষ্ট আনন্দিত হবো এই জন্য যে, আমার কবিতা শুনে একজন পাঠক আত্মহত্যা করলেন।

ডঃ রায় ॥ তাহলে কমল, তুমি নিশ্চয়ই তোমার আধুনিক কবিতার জন্য গর্বিতা!

কমল ॥ (খুশিতে) Oh, sure, তাছাড়া এতে যথেষ্ট রোমান্সও রয়েছে জামাই-বাবু। আমার মুখ থেকে কবিতা শুনতে শুনতে আমারই চোখের সামনে আমার একজন শ্রোতা যখন আত্মহত্যা করবেন—তখন আমার কি আনন্দ আর কি রোমান্স লাগবে তা ভাবতেও পারবেন না জামাইবাবু। How lovely এই মধুর আত্মহত্যার লগ্নটি।

বিপ্লব ॥ (আনন্দে) সত্যিই আপনি সৌভাগ্যবতী আধুনিক কবি। আপনার কবিতা শুনে বা পড়ে পৃথিবী থেকে মানুষ বিদায় নেবে এটা কম সৌভাগ্যের

কথা নয়। দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে আপনি যথার্থ দেশপ্রেমিকার কাজ করছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার এই মনোরম দুর্বোধ্য কবিতা শোনবার পর পাঠক পাঠিকারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য আর কোন কিছুই ব্যবহার করবেন না। আপনার এই আধুনিক কবিতাই তাঁদের মধ্যে সেইকাজ করবে।

মিতা ॥ Exactly তাই বিপ্লববাবু, আমার নিজেরও গভীর বিশ্বাস আছে যে কমলের প্রতিটি আধুনিক কবিতা পাঠকদের ও পাঠিকাদের কাছে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ট্যাবলেটের মত সমাদর পাবে। এবার শুনুন বিপ্লববাবু, কমলের আধুনিক কবিতা।

কমল ॥ (গলাটা একটু কেশে পরিষ্কার খাতার দিকে তাকিয়ে) কবিতাটির নাম হ'ল—"কেবলমাত্র আত্মহত্যার জন্য"।

বিপ্লব ॥ (সোৎসাহে) বাঃ চমৎকার নাম দিয়েছেন তো। কবিতার নাম শুনেই আত্মহত্যা করবার ইচ্ছে হচ্ছে এখুনি।

কমল ॥ (মৃদু হেসে) এবার কবিতাটি মনপ্রাণ দিয়ে শুনুন।

"কেবল মাত্র আত্মহত্যার জন্য"

এক থাম্‌চে চাঁদের আলো নিয়ে
তার সাথে এক কেজি ভালবাসা মিশালেম,
তারপর পাকালেম প্রেমের প্রচণ্ড গুলি;
যেন মেহনতী মজদুরের চকচকে কাস্তে।
তবে আস্তে নয় সজোরে মারলেম ছুঁড়ে
তোমার সুকঠিন পিড়ামিড বুকে,
যেখানে মাতিজ আকাশ প্লাষ্টার করা।
তোমার ক্ষয়িষ্ণু প্রেমের চলিষ্ণু হাসি
লেকের মাঠেতে যেন রেশনিং প্রথা,
চুল তোমার কতবার পরচুলা করে বাঁধা;

সে তো নয় কবেকার কথা।
মুখ তোমার মাইনের তারিখ ছাড়া অন্যবারের মতন,
সাপের চোখের মত শীতল চাহনি তুলে
বলেছিলে এতদিন কি মাইনে পেলেন।"

[বিপ্লব, ডক্টর রুবেন রায় ও মিতার সমস্বরে কমলের উদ্দেশ্যে প্রশংসা-ধ্বনি]

বিপ্লব ॥ (উৎসাহে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে) Splendid ; চমৎকার ! কমলদেবী, আপনার এই অভূতপূর্ব অপূর্ব কবিতাটি শুনে আমি আত্মহত্যার প্রচণ্ড উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করলুম। মনে হচ্ছে আত্মহত্যার প্রথম ট্যাবলেটটি যেন সাগ্রহে খেলুম। এই সুন্দর মধুর দুর্জ্ঞেয় দুর্জয় দুর্বোধ্য মণ্ডিত কবিতাটির নাম যে দিয়েছেন, "কেবল মাত্র আত্মহত্যার জন্য" তা সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয়েছে। আপনার দূরদৃষ্টি যে কত গভীর তা আপনার কবিতার শিরোনামা থেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছি। Please কমলদেবী, আপনি আরেকটি আধুনিক কবিতা আমাকে শুনিয়ে দিন যাতে করে আমি পূর্ণ আনন্দ নিয়ে আপনার আধুনিক কবিতার বহুমুখী গুণাবলী কীর্তন করতে করতে আত্মহত্যা করতে পারি।

মিতা ॥ (খুশি হয়ে) যদিও আত্মহত্যা করবার পক্ষে এই একটি কবিতাই যথেষ্ট, তবু কমল, তুমি বিপ্লববাবুকে আরেকটি আধুনিক কবিতা শুনিয়ে দাও। যা শুনে বিপ্লববাবুর আত্মহত্যা lovely ভাবে complete হয়।

বিপ্লব ॥ Correct you are, কমলদেবীর আধুনিক কবিতা শুনতে শুনতে আমি এখনি আত্মহত্যা করবো, প্রাণভরে আত্মহত্যাকে enjoy করতে করতে।

ডঃ রায় ॥ You are right, বিপ্লববাবু। আত্মহত্যাকে Enjoy করতে হলে আত্মহত্যার best capsul গ্রহণ করতে হয় আর এই ক্যাপসুলই হল এই আধুনিক কবিতা। এবার আপনি আত্মহত্যার জন্য দ্বিতীয় ক্যাপ-

ফুলটি কমলের কাছ থেকে গ্রহণ করে আত্মহত্যার শুভকাজ সুসম্পন্ন করুন। (কমলের উদ্দেশ্যে) কমল, তুমি দ্বিতীয়বার শুরু কর।

কমল॥ (মৃদু হেসে) O. K. (বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে,) বিপ্লববাবু, এ কবিতাটির নাম হল—**"সেফটিপিনের মিষ্টি আত্মহত্যা"**

"আঁটো সাঁটো শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে
আমার রয়েছে রোমিও সাম্রাজ্য,
শাড়ী সংগমে আমি তাই সেফ্ ডিপোজিট ভলট্।
প্রিয়ার হিমালয় দেহের চূড়ায় চূড়ায়
কিম্বা অতলান্ত আরণ্যক বিগলিত চন্দ্র অভিযানে
আমি যেন বুড়ি ছোঁয়া আরমস্ট্রং অলড্রিনের মডিউল।
শাড়ীর আড়ালে বসে দেখি শুধু জুলিয়েট প্রেম,
পতিপ্রেম দেশপ্রেম সব আছে লাইনে
উত্তম অভিনয় করে যায় সুপ্রিয়া।
প্রিয়ার অ্যাপোলো প্রেমে হেসে মরে আমার সবুজ প্রাণ
হাউসস্টন্-সিণ্ডিকেট্ তাই আমায় জানায় লাল ত্রিকোণ সেলাম।"

[বিপ্লব, ডঃ রুবেন রায় ও মিতাদেবীর একত্রে হাততালি ও হর্ষধ্বনি]।

বিপ্লব॥ (উঠে দাঁড়িয়ে আবেগ ভরে) কমল দেবী, আপনার এই মধুর দুর্বোধ্য আধুনিক কবিতা "সেফটিপিনের মিষ্টি আত্মহত্যা" শুনে আমার আত্মহত্যার ইচ্ছা পরিপূর্ণ হ'ল। এখনি আনন্দে আবেশে আমি আত্মহত্যা করবো আপনাদের সামনে। আপনার কবিতা শুনতে শুনতে আমার প্রাণ অসহ্য আনন্দে নাচতে নাচতে হৃদয় ছেড়ে গলা পেরিয়ে নাক কান ছাড়িয়ে কপালে এসে গেছে। আর একটু পরেই ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে দু'হাতে তুলে নাচতে নাচতে পরলোকে চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে আত্মাদের কাছে

আপনার এই মহান আধুনিক কবিতার অশেষ গুণাবলীর কীর্তন করবে।

ডঃ রায় ॥ (হাসিমুখে) ঠিক বলেছেন বিপ্লববাবু তাছাড়া আমার আরো একটি জিনিস মনে হচ্ছে যে, পরলোকে আত্মাদের ভোটে আধুনিক কবিতা নিশ্চিত জয়লাভ করে যমরাজের আসন লাভ করবে। কারণ আধুনিক কবিতা এখন যমরাজের কাজই সুসম্পন্ন করছে।

মিতা ॥ (সহানুভূতির স্বরে) আহা, যমরাজের এতকালের গদিটা এবার যাবে। এই দুর্দিনে বেকার হয়ে যমরাজ খাবেন কি ছেলেপুলে নিয়ে!

বিপ্লব ॥ তাতে কি আছে! অনেককাল তো গদিতে থাকলেন। আর গদির নিয়ম অনুসারে বেশ কিছু কামিয়ে নিয়েছেন এতকাল ধরে। এবার আধুনিক কবিতার জন্য তাঁকে গদি ছেড়ে দিতেই হবে।

মিতা ॥ তা ঠিক। তবু গদি ছেড়ে দেবার কষ্ট তো কম নয়। আমাদের মন্ত্রীদেরই কত কষ্ট হয় গদি ছাড়তে তা তো সবাই জানেন। তাহলে সেই তুলনায় যমরাজ কতকাল ধরে আছেন ভাবুন দেখি। সত্যিই যমরাজের জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে এই বুড়ো বয়েসে গদি হারাবার জন্য।

কমল ॥ (হেসে) যমরাজের জন্য তোমার চিন্তা করতে হবে না দিদি। ভগবান তাঁকে নিশ্চয়ই পেনসন্ দেবেন। তাছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস আধুনিক কবিতা শুনলে যমরাজ সানন্দে গদি ছেড়ে দেবেন—তাঁর কোন কষ্টই হবে না। যমরাজ আনন্দের সাথে স্বীকার করবেন যে তাঁর চেয়ে আধুনিক কবিতা অনেক বেশী শক্তি রাখে মানুষকে আত্মহত্যা করাবার ব্যাপারে।

বিপ্লব ॥ (উৎসাহভরে) ঠিক বলেছেন কমল দেবী, আমি এ বিষয়ে আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত। প্রয়োজন হলে আমি আপনার এই আধুনিক কবিতা যমরাজকে ভাল করে শুনিয়ে দেবো। আমি তো একটু

পরেই স্বেচ্ছায় সানন্দে আত্মহত্যা করে পরলোকে যাচ্ছি আপনার আধুনিক কবিতার কৃপায়।

ডঃ রায় ॥ (মৃদু হেসে) তাহলে বিপ্লববাবু, আমার কাজ complete হয়ে গেল। আপনি ঠিক যে রকম অভিনব আরামপ্রদ ও স্মরণীয় আত্মহত্যা চেয়েছিলেন আমি ঠিক সে রকম ব্যবস্থাই আপনাকে করে দিয়েছি কমলরাণীকে দিয়ে।

বিপ্লব ॥ (আবেগের সাথে)—নিশ্চয়ই। আপনার এই বিরাট কীর্তি ও আবিষ্কারের কথা আমি পরলোকে গিয়ে সকল আত্মাদের কাছে বলবো। প্রয়োজন হলে যমরাজকেও বলবো আপনার এই মহান আবিষ্কারের কথা। হয়তো যমরাজ আপনার কাছে আত্মহত্যার ব্যাপারে পরামর্শের জন্য আসতে পারেন অথবা আধুনিক কবিতা শোনবার জন্যও আসতে পারেন।

ডঃ রায় ॥ বুড়ো বয়সে যমরাজকে এত কষ্ট দেয়া কি ঠিক হবে? তা ভেবে দেখুন বিপ্লববাবু। তার চেয়ে বরং সময় মত আমিই তার কাছে যাবো। আচ্ছা বিপ্লববাবু, আপনার মনের অবস্থা এখন কি রকম বলুন তো?

বিপ্লব ॥ (আবেশে) অপূর্ব অনবদ্য ও অভূতপূর্ব শান্তিপূর্ণ। সমস্ত মন-প্রাণে আত্মহত্যার আবেশ ছড়িয়ে পড়ছে। মাথাটা বেশ ঝিমঝিম করছে। কানে এখনও আধুনিক কবিতার রেশটি রয়েছে। মনে হচ্ছে আমার প্রাণ কপালে এসে একটু দম নিয়ে বিশ্রাম করছে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করবার পূর্বে। আধুনিক কবিতা শুনে প্রাণটা ভীষণ নেচেছে তো।

ডঃ রায় ॥ তাহলে বিপ্লববাবু, আপনি এখন নিশ্চয়ই সুখী।

বিপ্লব ॥ (সানন্দে), শুধু সুখী নয়। পরিপূর্ণ সুখী আমি। আহা এরকম সুখী হয়ে যদি প্রতিদিন আত্মহত্যা করতে পারতুম তবে আমার চেয়ে সুখীলোক জগতে কেউ থাকতো না।

ডঃ রায় ॥ (মৃদু হেসে) তা যদি চান তবে সে অসাধ্য সাধনও করতে পারি বিপ্লববাবু।

বিপ্লব ॥ (সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে) সে কি ডক্টর রায়—এও কি সম্ভব ?

ডঃ রায় ॥ কেন সম্ভব নয় ?—আপনার এভাবে আত্মহত্যা করবার ইচ্ছে যেমন প্রতিদিনই থাকছে তেমনি কমলরাণীর অসংখ্য আধুনিক কবিতাও রয়েছে আপনাকে ঠিক এমনি আনন্দ দিয়ে প্রতিদিন আত্মহত্যা করাবার জন্য। আপনি তো আজ মাত্র দু'টো আধুনিক কবিতা শুনলেন, প্রতিদিন যদি কমলরাণী আপনাকে এমনি ভাবে দু'টো করে আধুনিক কবিতা শুনিয়ে আপনাকে আত্মহত্যার স্বাদ পরিপূর্ণ ভাবে দেয় তবে ভাবুনতো আপনার কি রকম লাগবে।

বিপ্লব ॥ (খুশি ভরে) চমৎকার। কিন্তু এতবড় সৌভাগ্য তো আমি ভাবতেই পারছি না, ডঃ রায়।

মিতা ॥ কিন্তু কেন এই সৌভাগ্যের কথা ভাবতে পারছেন না, বিপ্লববাবু ?

বিপ্লব ॥ মিতাদেবী, আপনার ছোট বোন কমলদেবী প্রতিদিন আমাকে এমনি করে আধুনিক কবিতা শোনাবেন তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করে—তা কি সম্ভব, বলুন ?

কমল ॥ (মৃদু হেসে) তা ঠিক, সেটা সত্যিই একটা সমস্যা !

ডঃ রায় ॥ (মুচকি হেসে) সে সমস্যার সমাধান আমি করে দিচ্ছি। (বিপ্লবের উদ্দেশ্যে) বিপ্লববাবু, এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হ'ল সারাজীবন ধরে যদি প্রতিদিন আত্মহত্যা করতে পারেন। যেমন আমি করছি মিতাকে সারা-জীবনের জন্য গ্রহণ করে।

মিতা ॥ (কৃত্রিম কোপ করে) ইস, তাই বুঝি, তাহলে তুমি বলতে চাও যে, বিয়ে করা আর নিয়মিত আত্মহত্যা করা একই জিনিস ?

ডঃ রায় ॥ (হেসে) ঠিক তাই। বিপ্লববাবুতো আত্মহত্যা করতেই চেয়েছিলেন এবং নিয়মিত আত্মহত্যা করতে পারলে বিপ্লববাবু খুবই খুশি হবেন—তাও বিপ্লববাবু বললেন। সুতরাং কমলরাণীই বিপ্লববাবুকে নিয়মিত আত্মহত্যা করাতে পারবে। তাই কমলারাণীকে চিরতরে গ্রহণ করলেই

বিপ্লববাবুর নিয়মিত আত্মহত্যা সারাজীবন ধরে চলবে। (বিপ্লবের উদ্দেশ্যে) কি বলুন, বিপ্লববাবু?

বিপ্লব ॥ (সলজ্জ ভাবে) এতবড় সৌভাগ্য কি আমার হবে!

ডঃ রায় ॥ (মুচকি হেসে) এতে সৌভাগ্যের কি আছে? সংসারে প্রতিদিনই কতলোক বিয়ে করে সারাজীবন ধরে নিয়মিত আত্মহত্যা করবার সৌভাগ্য লাভ করছেন। আপনিও তাঁদের একজন হবেন।

কমল ॥ (লজ্জা পেয়ে) জামাইবাবু, আপনি ভীষণ দুষ্টু।

ডঃ রায় ॥ (হেসে) জামাইবাবুরা চিরদিনই দুষ্টু হয়। (বিপ্লবের উদ্দেশ্যে)— তাহলে বিপ্লববাবু বিয়ের মধ্য দিয়েই আপনার আত্মহত্যা চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। তাহলে আপনার মত আছে তো?

বিপ্লব ॥ (লজ্জা পেয়ে) মত কি বলছেন? আপনার পথই আমার পথ।

ডঃ রায় ॥ (হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বিপ্লবের হাত ধরে) ব্রেভো ভায়া, তাহলে বিয়েই হল বিপ্লবের পথ।

বিপ্লব ॥ তার মানে আত্মহত্যা।

ডঃ রায় ॥ (হাসতে হাসতে) শুধু আত্মহত্যা নয়, নিয়মিত আত্মহত্যা এবং তা চলছে চলবে। (সকলের সমবেত হাসি ও যবনিকা পতন)

অষ্টগ্রহ সম্মেলন

[একটি রূপকধর্মী একাঙ্ক নাটক]

চরিত্র

—পুরুষ চরিত্রে—

নাগরিক—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, জনৈক বেকার যুবক, রাষ্ট্রনেতা, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, চিত্র পরিচালক, সাহিত্যিক, বিচারক, জ্যোতির্বিদ, দার্শনিক।

এবং গ্রহগণ—শুক্র, মঙ্গল, রাহু, শনি, চন্দ্র, রবি, বুধ ও বৃহস্পতি,

—নারী চরিত্রে—

মহিলা—প্রথমা; দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও জনৈকা যুবতী !

[অষ্টগ্রহ সম্মেলনের আতঙ্কে বিচলিত তিনজন নাগরিকের প্রবেশ]

প্রথম ॥ (দ্বিতীয়ের উদ্দেশ্য)॥ মহাপ্রলয় শুরু হ'ল বলে,—আর রক্ষে নেই, অষ্টগ্রহ সম্মেলনের ফলে আজ আমাদের সবাইকে রসাতলে যেতে হবে ! উঃ ভাবতেও গা শিউরে উঠছে ! তুমি কি বল ?

দ্বিতীয় ॥ ঠিকই বলেছো। এই যে অষ্টগ্রহ একত্র হচ্ছে এতে পৃথিবীব্যাপী তোলপাড় হয়ে যাবে। ভূমিকম্প ও জল-প্লাবনে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে ! আমাদের আর বাঁচতে হবে না ভাই ! বড় বড় জ্যোতিষীরাও এই কথা বলেছেন !

তৃতীয় ॥ বহুশত বছর পর অষ্টগ্রহের অশুভ সমাবেশ হচ্ছে আজ ! বিশ্ব প্রলয় যে এসে গেল তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে !

প্রথম ॥ প্রলয়কাল তো আসবেই—পাপে যে পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়েছে। না হলে শুধু শুধু অষ্টগ্রহের সমাবেশ হচ্ছে কেন ?

দ্বিতীয় ॥ তাতো বটেই ! অনাচার আর অবিচারে আজ পৃথিবী ডুবে গেছে ! এক ধ্বংস ছাড়া এত পাপ ভগবান কি করে নষ্ট করবেন ?

তৃতীয় ॥ একদিক থেকে ভালই হয়, যদি আজ রাত্রেই মহাপ্রলয় হয়ে আমরা সব মরে যাই। তাহলে কাল থেকে সংসার আর অফিসের বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে !

প্রথম ॥ রেহাই তো পাওয়া যাবে বুঝলুম ! কিন্তু এ ভাবে সবাই মিলে মরে যাওয়াটা কি ভাল হবে ?

তৃতীয় ॥ নিশ্চয়ই হবে। কারণ সবাই একত্রে মরলে কারো জন্য কেউ আর শোক করবে না। মৃত্যুর পরেও একত্রে সবাই মিলে থাকা যাবে ! এটা মস্ত লাভ একটা ! তাছাড়া আরও একটা লাভ আছে ! সেটা হল সংসারের নিত্য নূতন নানা সমস্যা, অসুখ-বিসুখ, চিন্তা-ভাবনা অফিসের ঝামেলা প্রভৃতি হাজার ঝঞ্চাট থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তাই একবার যদি সবাই মিলে মরতে পারি তা' হলে বেশ হয়। সব চিন্তা থেকে সবাই একত্রে মুক্তি পেয়ে যাবো !

প্রথম ॥ তা না হয় বুঝলুম্ যে সবাই মিলে একত্রে মরলে সব দিক থেকে সুবিধা হবে ! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে মৃত্যুটা আসছে সেটা কি ঠিক হচ্ছে ?

তৃতীয় ॥ কেন ঠিক হচ্ছে না ? মরতে তো একদিন হবেই, না হয় দু'দিন আগেই ভগবান আমাদের কাছে টেনে নিচ্ছেন—তাতে ক্ষতিটা কি হল ? তা নাহলে ভবিষ্যতে তো একা একাই শুধু মরতে হবে—ফলে আবার সেই শোক ! যে যাবে সে বেচারা মরেও শান্তি পাবে না !—যাদের পৃথিবীতে রেখে যাবে, তারা বেঁচেও মরে থাকবে শোকে বিরহে ! তাই সবাই মিলে মরতে পারলে সব দিক থেকে সুবিধা হবে !

প্রথম ॥ (উত্তেজিত ভাবে) লাভ হবে তো বুঝলুম্। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি মরবার ফলে কত ক্ষতি হবে আমার জানো ? এখনও আমার রিটায়ার করতে পাঁচ বছর বাকী ! এদিকে আবার বড় ছেলেটার 'ইনক্রিমেণ্ট' পাবার

কথা আছে অফিসে। ছোটটা এবছর স্কুল ফাইনাল দিচ্ছে! তা ছাড়া এখনও তিন তিনটে মেয়েকে পার করা হয়নি! এখন এসব ফেলে চলে যাওয়া মানে সেণ্ট পারসেণ্ট ক্ষতি। ভগবানের সেটা বোঝা উচিত!

দ্বিতীয় ॥ আহা! তুমি শুধু তোমার ব্যক্তিগত ক্ষতির দিকটাই বেশি করে দেখছো! লাভের দিকটা সামগ্রিকভাবে ভাল করে দেখছো না, যা 'ও' (তৃতীয়কে দেখিয়ে) তোমাকে ভাল করে বুঝিয়েছে এতক্ষণ।

প্রথম ॥ আমি ছাপোষা সংসারী মানুষ! ওরকম লাভ আমি চাইনে।

দ্বিতীয় ॥ (মৃদু হেসে) আচ্ছা, তুমি শাস্ত্র মানো?

প্রথম ॥ নিশ্চয়ই! শাস্ত্র হচ্ছে ভগবানের অমৃতবাণী।

দ্বিতীয় ॥ বেশ, তাহলে শাস্ত্র দিয়েই তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি! শাস্ত্রে বলেছে— যে আত্মা অমর! রোদে, জলে, আগুনে, বাতাসে, আত্মার কিছুই হয় না। কাজেই আমরা যদি এই রোগের মন্দির দেহটা ত্যাগ করতে পারি এখন, তবে আমরা অর্থাৎ আত্মারা দেহের সবরকম অসুখ-বিসুখ থেকে বেঁচে যাবো যতই রোদ বৃষ্টিতে ভিজি না কেন! তার ফলে ডাক্তার ডাকা, ওষুধ গেলা, আর ভিজিটের চিন্তা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

প্রথম ॥ তা অবশ্য ঠিক!

দ্বিতীয় ॥ তাছাড়া রোজ রোজ যে একঘেয়ে ট্রামে বাসে জন্তুর মত গাদাগাদি ও ঠেলাঠেলি করে এবং বৃষ্টির দিনে টেক্‌নিকালার হয়ে আমাদের অফিস যাতায়াত চলছে, তার থেকে রেহাই পাওয়া যাবে—কারণ আত্মাদের যে অফিস যেতে হয় একথা শাস্ত্রে বলেনি।

প্রথম ॥ (হেসে) তা ঠিক্!

দ্বিতীয় ॥ টাকার চিন্তা মানে money-র চিন্তা অর্থাৎ চিন্তামণির চিন্তা থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে। যে চিন্তায় মানুষ আজ পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজেই এখান থেকে মুক্তি পাওয়া মানেই মোক্ষ লাভ করা অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র,

কন্যা প্রভৃতির নিত্য নূতন পিলে চমকানো বায়নার ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

তৃতীয় ॥ (দ্বিতীয়কে দেখিয়ে) তুমি ঠিকই বলেছো। কারণ জীবন বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ সুখ, শান্তি, আনন্দ প্রভৃতি তা আমাদের এই জীবনে নেই। মরণেই আছে। তাই জীবনযুদ্ধে আজ আমরা জর্জরিত! প্রতিটি মুহূর্তে চিন্তা ও সমস্যার নাগপাশে আজ আমরা আমরণ বন্দী থেকে বেঁচে থাকার প্রহসন হয়ে রয়েছি। তাই দেখছি বেঁচে থাকার যা কিছু উপকরণ তা আমাদের জীবনে না থেকে মরণেই রয়েছে! সুতরাং মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আজ আমরা বাঁচতে চাই। জীবনকে উপভোগ করতে চাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে! একমাত্র এই মৃত্যুই আমাদের বাঁচাতে পারে, বেঁচে থাকার এই নিদারুণ লজ্জাকর প্রহসন থেকে।

প্রথম ॥ মনে হচ্ছে তোমাদের কথাই ঠিক! তবুও শেষ পর্যন্ত এই ভাবেই বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে।

দ্বিতীয় ॥ তার কারণ এভাবে বেঁচে থাকার গ্লানি উপলব্ধি করতে পারনি!

তৃতীয় ॥ (প্রথমকে লক্ষ্য করে) তাছাড়া তুমি এখনও সংসারের মরীচিকা সুখে বিভোর হয়ে আছ।

প্রথম ॥ (ব্যস্ত হয়ে) আমি এবার বাড়ী চলি! সবাই হয়তো খুব চিন্তা করছে আমার জন্য! বাইরে আর থাকা এখন উচিত নয়! (তাড়াতাড়ি প্রস্থান)!

দ্বিতীয় ॥ (প্রথমের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে) সংসারে ওর মত লোকেরাই হচ্ছে আসল সঙ। ওদের সংসারে আসাই সার হয় কেবল!

তৃতীয় ॥ ঠিক বলেছো! ক্ষণস্থায়ী জিনিসের ওপরই ওদের যত নাচা-কাঁদা আর কেরামতি!

[দূরে মন্দির থেকে আরতির ঘণ্টা ধ্বনি ভেসে এল]

দ্বিতীয় ॥ মন্দিরে আরতি শুরু হয়েছে চল দেখি আসি।

তৃতীয় ॥ চল। [উভয়ের প্রস্থান]

[সাথে সাথে তিন জন মহিলার প্রবেশ]

প্রথমা ॥ ওমা কি সব শুনছি। পৃথিবীশুদ্ধ, নাকি আর কিছু ক্ষণের মধ্যেই রসাতলে যাবে। ভাবতেও যে গা শিউরে উঠছে আমার। তা হলে কি হবে এখন !

দ্বিতীয়া ॥ ঠাকুরকে ডাকো প্রাণপণে যাতে করে এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি আমরা !

তৃতীয়া ॥ শুধু তো ডাকলেই হবে না দিদি !—মানতও করতে হবে ঠাকুরের চরণে সাধ্যমত !

প্রথমা ॥ সে কি আর কম করেছি নাকি ! কিন্তু কিছুতেই যে আর ভরসা পাচ্ছি না বোন।

দ্বিতীয়া ॥ শুনছি রাত্রিবেলা নাকি প্রথমে ভীষণ ভূমিকম্প হবে ! তারপর হবে জলপ্লাবন ! সমুদ্রের জল উঁচু হয়ে এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে !

তৃতীয়া ॥ (ভয় পেয়ে) তা হলে আর রক্ষে নেই। রাত্রির অন্ধকারে ভূমিকম্প হলে তো আর বের হতে পারবনা, তার ওপর আবার যদি পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে জল-প্লাবন আসে—তা হলে তো একেবারেই ডুবে যাবো কারণ আমি যে আবার সাঁতারও জানিনা দিদি।

প্রথমা ॥ আর সাঁতার জানা থাকলেও লাভ হবে না বোন ! এমনি প্রচণ্ড হবে জলের তোড় যে তাতে আর সাঁতার কাটা যাবে না। যাক সে কথা ! এদিকে আমার আবার হয়েছে আরেক জ্বালা। বড় মেয়েটা রয়েছে আবার এত দূরে যে কিছু হলেও আর তার খবর পাওয়া যাবে না !

দ্বিতীয়া ॥ কেন দিদি, আসবার জন্য চিঠি লেখেননি ?

প্রথমা ॥ তা আর লিখিনি ! কিন্তু জামাই লিখেছে যে এখন ছুটি পাওয়া যাবে না। বড় সাহেব নাকি অষ্টগ্রহের জন্য ছুটি দেবেন না। কি অনাসৃষ্টির কথা বল দেখি বোন !

দ্বিতীয়া ॥ ওরা তো ম্লেচ্ছ ! তাই এ সব জানেনা বোধহয় ।

প্রথমা ॥ আমিও বলছি ধর্মে সইবে না ওদের এমন অনাচার ।

তৃতীয়া ॥ আমার তো দিদি আর এক জ্বালা হয়েছে ! বড় ছেলেটা থাকে বিদেশে, বউ ছেলে পেলে নিয়ে ! আসবার জন্য চিঠি লিখে দিয়েছি যে, যদি মরতেই হয় সবাই একত্রে মরবো—তাই চলে এসো সবাইকে নিয়ে ! কিন্তু আজও এসে পৌছল না ওরা । এ জন্মে বোধহয় দেখা হল না ওদের সাথে !

প্রথমা ॥ (চোখ মুছতে মুছতে) দুঃখ করে আর কি করবে বোন । ওই যে বলেনা—রাখে হরি মারে কে !—মারে হরি রাখে কে ! সেই হরিকেই এখন প্রাণ ভরে ডাকো । এবার আমি চলি বোন !. এখনি সবাইকে নিয়ে ঠাকুর ঘরে বসবো ! কারণ যদি মরি তো ঠাকুরের সামনেই মরবো । কি বল ঠিক কি না ?

দ্বিতীয়া ॥ হ্যাঁ সে তো ঠিকই । একমাত্র ঠাকুরই তো ভরসা ! তাইতো চতুর্দিকে যাগযজ্ঞ, আর হরি সংকীর্তন চলছে পুরোদমে !

তৃতীয়া ॥ সে তো চলছেই ! তবু দেখো দিদি, কেউ যেন আর ভরসা পাচ্ছে না । আমার ছেলেদের কথাই বলি ! ভয়ে ওরা তো কিছুই খেতে পারছে না কখন কি হবে ভেবে ।

প্রথমা ॥ তা হলে আমি চলি বোন ! বেঁচে থাকলে কাল আবার দেখা হবে ! (যেতে উদ্যত)

দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া ॥ (সমস্বরে) আমরাও বাড়ী যাই । বেশীক্ষণ বাড়ীর বাইরে থাকতে এখন আর ভরসা হয় না । কি জানি কখন মহাপ্রলয় শুরু হয় ।

[তিনজনের প্রস্থান]

[জনৈক বেকার যুবক ও যুবতীর প্রবেশ]

যুবক ॥ এখন যদি মহাপ্রলয় শুরু হয় তো বেশ হয় ।

যুবতী ॥ কেন বলতো ?

যুবক ॥ তা'হলে তুমি আর আমি একসাথেই মরতে পারি। রাত্রিবেলা যদি হয় তো খুব খারাপ হবে। কারণ তুমি তখন থাকবে তোমার বাবা মায়ের কাছে, আর আমি তখন থাকব আমার বাবা মায়ের কাছে !

যুবতী ॥ আমার কিন্তু বিশ্রী লাগছে ভাবতে যে এত তাড়াতাড়ি আমাদের মরে যেতে হবে। এখনও আমাদের বিয়ে হয়নি তারপর মনের মত সংসার পেতে বসলাম না। অথচ এরই মধ্যে চলে যেতে হবে।

যুবক ॥ সবই ভগবানের ইচ্ছে ! না হলে আর এমন সময় অষ্টগ্রহ সম্মেলন হচ্ছে কেন !

যুবতী ॥ দেখো ! ভগবানের চাইতেও আমার তোমার ওপর রাগ হচ্ছে বেশী। কারণ এতদিনেও তুমি একটা ভাল চাকরী জোটাতে পারলে না ! যদি পারতে তবে এতদিনে বিয়েটাও হয়ে যেতো। তারপর যদি মরি তবে এতটুকু সান্ত্বনা এখন থাকতো যে অন্তত কিছুটা জীবন উপভোগ করেছি। কিন্তু তুমি এমন পুরুষ যে এতদিনেও একটা চাকরী যোগাড় করতে পারলে না।

যুবক ॥ দেখো আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি, না হলে কি করব বল ? আজকালকার দিনে চাকরী পাওয়া যে কি কঠিন জিনিস তা তো তোমার বা তোমাদের বাড়ীর লোকের কোন ধারণা নেই ! একজনের মন জয় করার চাইতে একজন বেকারের পক্ষে চাকরী যোগাড় করা অনেক কঠিন জিনিস ?

যুবতী ॥ তুমি পুরুষ হয়ে একটা চাকরী যোগাড় করতে পারলেনা, অথচ আজকাল কত মেয়েরা ভাল ভাল চাকরী যোগাড় করে ফেলছে।

যুবক ॥ দেখো চাকরীর ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে একদিক থেকে মেয়েদের সুবিধা অনেক বেশী। আজকাল অনেক পুরুষ যে মেয়েতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে আমার মনে হয় তার কারণ বোধহয় চাকরীর বাজার। কারণ মেয়ে হতে পারলে চাকরী পাওয়া সহজ হবে।

যুবতী॥ (মৃদু হেসে) আর মাঝে মাঝে মেয়েরা যে পুরুষ হচ্ছে তার কারণ কি?

যুবক॥ (মুচকী হেসে) তার কারণ, যে সব মেয়ে পুরুষ হচ্ছে তারা এমনি কোন পুরুষালী কাজ মনে মনে করতে চাইতো যা মেয়ে হয়ে পারা যায় না। তাই তারা পুরুষ হয়ে গেছে।

যুবতী॥ তোমার সাথে তর্কে পারা যাবে না বুঝতে পারছি। থাক এ সব কথা। এখন বল দেখি এই যে অষ্টগ্রহের সমাবেশ হচ্ছে এটাকে কি তুমি ভাল মনে কর মানুষের পক্ষে?

যুবক॥ একদিক থেকে ভালই মনে করি কারণ বেকারত্বের যন্ত্রণা থেকে মৃত্যু-যন্ত্রণা অনেক বেশী কাম্য। একটা চাকরীর অভাবে আজ পর্যন্ত এতদিনেও তোমাকে বিয়ে করে কাছে আনতে পারলাম না—পুরুষের পক্ষে এটা যে কতবড় বেদনা, লজ্জা ও অপমান সে তুমি বুঝবে না। এর চেয়ে মৃত্যু অনেক বেশী কাম্য।

যুবতী॥ তা আমি জানি!

যুবক॥ আজ শুধু আমিই নই জগতে আমার মত আরও কত বেকার রয়েছে, তারা যদি এই মুহূর্তে অষ্টগ্রহের কৃপায় মরবার সুযোগ পায় তবে তারা মরে বেঁচে যাবে। আর তাছাড়া জীবনে যারা ভাবী স্ত্রী বা প্রেমিকাকে কাছে পেলোনা একমাত্র মরণেই তারা কাছে পাবে এটাই আশা করে তারা। কারণ বেকারের পক্ষে মরণই হচ্ছে Perfect জীবন।

যুবতী॥ আমাকে তুমি ভুল বুঝনা। অনেক দুঃখে তোমাকে বলতে বাধ্য হয়েছি! আমাকে যে কত কথা শুনতে হয়—সে তুমি ভাবতেও পারবে না। এক এক সময় আমারও আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। বেঁচে থেকে এই রকম বিরহের অসহ্য যন্ত্রণা প্রতি মুহূর্তে ভোগ করার চাইতে মরে যাওয়া অনেক ভাল। অন্তত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা পরস্পর মিলিত হতে পারব—যা বেঁচে থেকে হতে পারছি না।

যুবক ॥ তা ঠিক। আজ আমরা এমন যুগে জন্মেছি যে বেঁচে থেকেও আমরা বঞ্চিত। মনুষ্যত্বের সহজ বিকাশের পথও রুদ্ধ। এই অস্বাভাবিক যন্ত্র-সভ্যতার যুগে মানুষ আজ যন্ত্রের মতন প্রাণহীন হয়ে আছে। তারা যদি একদল লোককে বাধ্য হয়ে সমস্ত আশা ও আকাঙ্খা জলাঞ্জলি দিয়ে মৃত্যু-পথে যেতে দেখেও তবু তারা মানবতার নামে কোন সাহায্য করবে না। বড়জোর যান্ত্রিকভাবে শুষ্ক ভদ্রতা করে বলবে—"দুঃখিত'! তাই এযুগে আমার মত বেকারদের বাঁচবার একমাত্র পথ হচ্ছে মৃত্যু—তাই মৃত্যুই আমার একমাত্র ভরসা তোমাকে কাছে পাবার!

যুবতী ॥ খাঁটি কথা বলেছো তুমি। মানুষই আজ মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু! তোমার কথায় আর আমার এখন মৃত্যুভয় নেই, এখন যদি মৃত্যু হয় তবে আমার কোন দুঃখ নেই! বুঝবো ভগবানেরই তা ইচ্ছে! কিন্তু যদি বিশ্ব-প্রলয় না হয় তবে বুঝবো আমাদের এই জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য সংগ্রাম করতেই হবে।

যুবক ॥ হ্যাঁ বেঁচে থাকার মাশুল দিতে হবে!

যুবতী ॥ থাক্ এ সব কথা! জানো, আজ ঘরে ঘরে পূজোর ধুম্ পরে গেছে! শেষ সময় এসে গেছে বলে ঠাকুর-দেবতাকে সবাই এখন ভয় পেয়ে ডাকছে।

যুবক ॥ শুধু ঘরে ঘরেই যে অষ্টগ্রহের কোপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য পূজো-আর্চা শান্তি-স্বস্তয়ন হচ্ছে তাই নয়; সারা দেশ জুড়ে বড় বড় যজ্ঞও হচ্ছে! লক্ষ লক্ষ সাধু এই যজ্ঞগুলি করছে।

যুবতী ॥ আচ্ছা, এত যে অসংখ্য যজ্ঞ হচ্ছে তার খরচ দিচ্ছে কে?

যুবক ॥ অধিকাংশ খরচই দিচ্ছে বড় বড় শিল্পপতি; রাজা-মহারাজারা! তাছাড়া আবার বেশ কিছু গরীব লোক চাঁদা তুলেও অনেক জায়গায় যজ্ঞ করছে বারোয়ারী পূজোর মত! আবার মজা কি জানো? এত যাগ-যজ্ঞে একদল লোক আবার বেশ কিছু পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে অসৎ উপায়ে!

যুবতী॥ সে কি। কি করে?

যুবক॥ (হেসে) ভেজাল ঘি সরবরাহ করে। কারণ সমগ্র দেশ জুড়ে যে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ যজ্ঞ হচ্ছে তাতে প্রচুর ঘি দরকার! কারণ ঘি ছাড়া যজ্ঞ হয় না। অথচ ঘি বলতে যে জিনিসটা বোঝায় সেটা বাজারে প্রায় দুর্লভ বললেই হয়। কাজেই খাঁটি ঘিয়ের পরিবর্তে লক্ষ লক্ষ মন ভেজাল ঘি সরবরাহ করছে একদল ব্যবসায়ী এসব যজ্ঞ অনুষ্ঠানে। এতে ঘি ব্যবসায়ীদের পুলিশের ভয় নেই! কারণ মানুষকে ভেজাল ঘি খাওয়ালে মানুষ অনেক সময় প্রতিবাদ করে। কিন্তু দেবতাকে খাওয়ালে সে প্রতিবাদ করে না।

যুবতী॥ আশ্চর্য! এই মহাপ্রলয়ের পূর্ব মুহূর্তে ঘি ব্যবসায়ীর দল যে দেবতাকে ভেজাল ঘি খওয়াচ্ছে তাতে কি এদের পাপের ভয় নেই?

যুবক॥ আছে! জানো, ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য চীজ হচ্ছে এই ব্যবসায়ীরা। এরা পাপ পুণ্যকে ক্রস-মালটিফিকেশন করে দেখে। অনেক সময় মানুষের মুখের অন্ন লুকিয়ে এরা কৃত্রিম উপায়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত নরনারী শিশুকে মেরে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে নেয়—কিন্তু এটা যে পাপ এরা বোঝে, তাই আবার ঐ মানুষ-মারা টাকা থেকে কিছু টাকা খরচ করে এরা তীর্থস্থান, ধর্মশালা কিম্বা হাসপাতাল তৈরী করে এরা পুণ্য সঞ্চয় করে এবং এদের ধারণা যে এরা এই পূণ্য দিয়ে পূর্বের পাপটা কেটে দিল।

যুবতী॥ কি সাংঘাতিক ব্যাপার!

যুবক॥ এই যে অষ্টগ্রহের কোপ থেকে মানুষ রক্ষা পাবার জন্য যজ্ঞ করছে তাতে এরা অনেক ক্ষেত্রে চাঁদা দিয়ে পূণ্য সঞ্চয় করে নিয়েছে। আবার পাপ জেনেও যজ্ঞে প্রচুর পরিমাণে ভেজাল ঘি সরবরাহ করে চলেছে অবিরামভাবে। পাপ-পূণ্যের এই কাটাকাটির অভ্যাস ব্যবসায়ীদের প্রায় মজ্জাগত হয়ে গেছে!

যুবতী ॥ তা হলে পাপপুণ্য একত্রে সঞ্চয় করা এদের অভ্যাস বল ?

যুবক ॥ ঠিক তাই। সাধারণ মানুষ কোন কারণে ভাল কাজ করে একবার পূণ্য সঞ্চয় করলে সেটা নষ্ট করতে চায় না। কিন্তু এদের এমনি অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে যে শুধু পূণ্য সঞ্চয় করে এরা থাকতে পারে না। সাথে সাথে পাপ সঞ্চয় না করলে এরা নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

যুবতী ॥ সন্ধ্যা হয়ে এলো আর এখন বাইরে থাকা উচিত নয়! চল এবার বাড়ীর দিকে ফেরা যাক! বেঁচে থাকলে কাল আবার দেখা করবো—কেমন ?

যুবক ॥ বেশ তাই চল! [উভয়ের প্রস্থান]

[অপর দিক দিয়ে রাষ্ট্রনেতা, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী, সাহিত্যিক, ডাক্তার, চিত্র পরিচালক এবং বিচারকের প্রবেশ]

রাষ্ট্রনেতা ॥ সমগ্র দেশ আজ অষ্টগ্রহ সম্মেলনের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে মহা-প্রলয়ের আশঙ্কা করছে। এরই মধ্যে নানাস্থান থেকে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের খবর আসছে। আপনি বলুন জ্যোতির্বিদ, কেন হঠাৎ অষ্টগ্রহের সমাবেশ হল। গ্রহের দোষে মানুষ কেন কষ্ট পায়।

জ্যোতির্বিদ ॥ হঠাৎ সমাবেশ হয়নি। এর পেছনে অনেক মহাজাগতিক রহস্য ও কারণ রয়েছে। বহু শত বছর পরে এরা একবার করে সমবেত হয় এবং এই সমাবেশ অত্যন্ত অশুভ জগতের পক্ষে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, পৃথিবী যখন অনাচার, অবিচার, ও ব্যভিচারে ডুবে যায় তখনই এদের আবির্ভাব ঘটে।

রাষ্ট্রনেতা ॥ (বিচারকের উদ্দেশ্যে), বিচারক, আপনি এখন বিচার করে দিন কারা দোষী,—গ্রহরা না মানুষেরা ?

বিচারক ॥ দোষী মানুষই! অর্থাৎ আমরাই! আমাদের অসংখ্য অন্যায় ও অনাচারেই আজ মহাকাশে অষ্টগ্রহের সমাবেশ হয়েছে। মানুষের অনাচারেই দেশে অরাজকতা আসে! গ্রহের সমাবেশ তখনই হয়। যেমন

সিস্থভিয়াসকে করতে হয়েছিল পম্পাইয়ের আত্মাকে মুক্ত করবার জন্য পাপের ক্লেদ থেকে ঠিক তেমনি আজ আমাদেরই অজস্র পাপে পৃথিবীর ওপর নেমে এসেছে এই প্রকাণ্ড অষ্টগ্রহের কালো ছায়া. বিশ্ব মানবাত্মাকে মুক্তি দেবার জন্য।

রাষ্ট্রনেতা ॥ আমাদের মধ্যে যারা দোষী, বলুন তাদের নাম। আমি তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করছি।

বিচারক ॥ কিন্তু তার পূর্বে যে আপনারই শাস্তি গ্রহণ করা উচিত।

রাষ্ট্রনেতা ॥ (সবিস্ময়ে) সে কি? আমার দোষ কোথায় বলুন? আমি আমার নিজের রাষ্ট্রকে শ্রেষ্ঠ করবার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করেছি মাত্র।

বিচারক ॥ কিন্তু নিজের রাষ্ট্রকে শ্রেষ্ঠ করতে গিয়ে আপনি অনেক রাষ্ট্রের মর্যাদা ও স্বাধীনতা খর্ব করেছেন, ছলে বলে কৌশলে তাদের ওপর নিজের রাষ্ট্রের ইজম জোর করে চালাচ্ছেন। আপনি কত শক্তিশালী তা দেখাবার জন্য আপনি বৈজ্ঞানিক দিয়ে ভয়াবহ পারমানবিক অস্ত্র তৈরী করে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পৃথিবীর আকাশ-বাতাসকে দূষিত করেছেন। ফলে অসংখ্য রোগ দেখা দিয়েছে আর সে রোগে ভুগে প্রায়শ্চিত্ত করছে জগতের কোটি কোটি নিরীহ শান্তিকামী নরনারী ও শিশু।

রাষ্ট্রনেতা ॥ এই মারণাস্ত্র তৈরীর জন্য বৈজ্ঞানিক দায়ী, আমি নই।

বৈজ্ঞানিক ॥ (দৃঢ় স্বরে) না আমি নই—আপনিই সর্বাংশে তার জন্য দায়ী। আপনি বাধ্য করেছেন আমাকে এবং আমার মত আরও অনেক বৈজ্ঞানিককে এই মারণাস্ত্র তৈরীর জন্য! আমি এবং আমার সহযোগীরা চেয়েছিলুম শান্তিপূর্ণ উপায়ে জগতে কল্যাণের কাজে এই পারমাণবিক শক্তিকে ব্যবহার করতে কিন্তু আপনিই আমাদের তা করতে দেননি।

বিচারক ॥ শুধু তাই নয় মাননীয় নেতা, অন্যান্য রাষ্ট্রের সহযোগিতায় যে নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব আপনার কাছে পেশ করা হয়েছিল—আপনি তা

কৌশলে অগ্রাহ্য করেছেন। তার কারণ জগতের কল্যাণের দিকে না তাকিয়ে আপনি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের সাথে পারমানবিক অস্ত্র-পরীক্ষা চালিয়ে যেতে চান নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবার জন্য।

রাষ্ট্রনেতা ॥ কিন্তু আমি তো আমার অনুগত বন্ধু-রাষ্ট্রদের প্রয়োজন হলেই অস্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে, খাদ্য দিয়ে সাহায্য করি!

বিচারক ॥ সেটাও আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য আর একটি রাজনৈতিক কৌশল মাত্র।

ব্যবসায়ী ॥ তা হলে দেখা যাচ্ছে, মাননীয় রাষ্ট্রনেতা ও মহান বৈজ্ঞানিক এই দুজনেই আজ যথার্থ দোষী এবং জগতের অশান্তি অকল্যাণের কারণ।

বিচারক ॥ (ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে) কিন্তু আপনিও কম দোষী নন মহামান্য ধনকুবের!

ব্যবসায়ী ॥ সে কি? আমার দোষ কোথায়?

বিচারক ॥ আপনার দোষের সীমা খুঁজে পাওয়া ভার। আপনি খাদ্যে, ওষুধে ভেজাল দিয়ে দেশের কোটি কোটি নরনারীর সর্বনাশ করছেন। দেশের স্বাস্থ্য আপনি নষ্ট করে দিয়েছেন। অসংখ্য লোকের মৃত্যুর জন্য আপনিই দায়ী। মাঝে মাঝে কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য ঘাটতি করিয়ে প্রচুর টাকা লাভ করেও অতীতে লোক মেরেছেন অনেক। রাষ্ট্রের শাসক আজ আপনার হাতে বাঁধা! তাই কোটি কোটি নরনারী আজ অন্ন, বস্ত্র, অর্থের অভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সর্বনাশের চরম গহ্বরে।

ব্যবসায়ী ॥ কিন্তু আমি যদি এতই দোষী তবে দেশের শাসক গ্রেপ্তার করেন না কেন?

বিচারক ॥ তা কেন করছেন না, তা আপনি বেশ ভাল করেই জানেন। প্রথমতঃ আপনি ঘুষ দিয়ে বড় বড় লোকদের হাত করে রেখেছেন যাতে আপনার বিরুদ্ধে দেশের শাসকদের কাছে কেউ কিছু না বলে! দ্বিতীয়তঃ

দেশের অর্থনীতির কাঠামো আপনার হাতেই রয়েছে। কাজেই বাধ্য হয়ে দেশের শাসক গোষ্ঠি আপনাকে সহ্য করে যাচ্ছে সব দেখেও।

ব্যবসায়ী॥ কিন্তু আমি তো দানধ্যান কম করি না। কত ধর্মশালা, হাসপাতাল, স্কুল করে দিয়েছি দেশের লোকদের সুবিধার জন্য, সে দিকটা ভেবে দেখুন ?

বিচারক॥ হ্যাঁ! তা দিয়েছেন বটে! সেটা কিরকম জানেন.? সেটা হ'ল মানুষের শরীর থেকে রক্ত শুষে নিয়ে তার পরিবর্তে মানুষের সেই শরীরে জল ঢুকিয়ে দেবার মত।

ডাক্তার॥ তা হলে ব্যবসায়ী মহাশয় বেশ বড় রকমের দোষী বোঝা গেল!

বিচারক॥ কিন্তু ডাক্তার! আপনিও বড় কম দোষী নন।

ডাক্তার॥ সে কি? আমি তো শুধু রোগীদের সেবাই করে যাই। এটাই তো আমার ধর্ম!

বিচারক॥ হ্যাঁ, আপনার ধর্ম কিরূপ সেটাই বলছি। প্রথমতঃ আপনার যে ভিজিট হওয়া উচিত তার চেয়ে বেশী ভিজিট নেন। আপনি বেশী টাকা পাবার জন্য একবারে যে রোগীকে ভাল করতে পারেন তাকে অন্তত পাঁচ বারে ভাল-করেন, বেশী ভিজিট নেবার মতলবে। দ্বিতীয়তঃ লোভের বশে প্রয়োজন হলে আপনার কোন রোগীর শত্রুর কাছ থেকে টাকা খেয়ে আপনি অনায়াসে আপনার রোগীকে মেরে ফেলেন! শুধু তাই নয়, অসহায় যুবতী বা সুন্দরী রোগিনীদের শ্লীলতা হানি করতেও আপনি কুণ্ঠিত হন না। এই হচ্ছে আপনার সেবার ধর্ম।

সাহিত্যিক॥ সত্যি ডাক্তারও দেখছি ভয়ঙ্কর দোষী!

বিচারক॥ আপনিও তার চেয়ে কোন অংশে কম নন সাহিত্যিক!

সাহিত্যিক॥ সে কি, আমি তো দেশের কালচারকে উন্নত করার জন্য চেষ্টা করে

চলেছি সারা জীবন ধরে। দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আমি হচ্ছি ধারক ও বাহক।

বিচারক ॥ তার প্রমাণ পাচ্ছি এই যে আপনি অশ্লীল ও সস্তা চটকদার গল্প উপন্যাস লিখে দেশের অজস্র নর-নারী বিশেষ করে তরুণ-তরুণীর সর্বনাশ করছেন। একজন সু-প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক হয়ে আপনি আজ সাহিত্যের মানদণ্ড থেকে অনেক নীচে নেমে অর্থের জন্য বিশ পৃষ্ঠার ছোট গল্পকে চারশো বিশ পৃষ্ঠার উপন্যাস করছেন সিনেমার জন্য এবং আপনারই মত রুচিজ্ঞান বিবর্জিত চিত্র-পরিচালকের হাতে তা তুলে দিচ্ছেন এবং সিনেমা পত্রিকায় আবার ছাপাতে দিচ্ছেন সগৌরবে। এই তো আপনার কৃষ্টি!

চিত্র পরিচালক ॥ শেষ পর্যন্ত দেখছি মাননীয় সাহিত্যিকও দোষী।

বিচারক ॥ শুধু সাহিত্যিকই দোষী নয়, চিত্র-পরিচালক আপনিও দোষী। এবং ভয়ঙ্কর দোষী।

চিত্রপরিচালক ॥ কেন, আমার কি দোষ?

বিচারক ॥ আপনি দেশের নৈতিক অবনতি ঘটাচ্ছেন, সাহিত্যিককে দিয়ে বাজে বই লিখিয়ে নিয়ে। তাই সিনেমা করে প্রচুর টাকা লুটছেন "হিট্" পিকচার করে, আর তাই দেখছে অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়েরা বার বার করে বড়দের লুকিয়ে, স্কুল-কলেজ পালিয়ে! ফলে তাদের নৈতিক অবনতি ঘটছে ক্রমাগত। এর ফলে জাতির যারা ভবিষ্যত তারাই এখন সর্বনাশের পথে নেমে চলেছে আর এর জন্য দায়ী আপনি।

চিত্র-পরিচালক ॥ আমি তো শুধু টাকার কথা ভেবেছি!

বিচারক ॥ কারণ টাকার জন্য আপনি পাপের পথ ধরে দেশের সর্বনাশ করছেন! তাই আজে বাজে সিনেমার প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে আজ বসে আছে সারা দেশ। প্রায় প্রতিটি পরিবার থেকে প্রতি মাসে একটি মোটা রকমের টাকার অংশ আজ আপনার আর আপনার নট-নটীর মদ আর রেসের খোরাক যোগান দিচ্ছে। এখন দেখুন, দেশ যে

অন্যায় পাপে, অবিচারে, ব্যভিচারে ছেয়ে গেছে তার জন্য দায়ী আপনারাই। আপনাদের সম্মেলনের নাম অষ্টগ্রহ সম্মেলন বললে ভুল হবে না।

রাষ্ট্রনেতা ॥ মাননীয় বিচারক, আপনি কি নিজেকে নির্দোষ মনে করেন?

বিচারক ॥ না; আমি নিজেকে যথার্থ নির্দোষ মনে করি না। কারণ বিচার করতে বসে আমার মাঝে মাঝে ভুল-ত্রুটি হয়। আইনের মার-প্যাচে অনেক সময় দোষীকেও নির্দোষ বলে দিতে হয়। ফলে খালাস পেয়ে যায় আমার হাত থেকে। জেনে শুনেও প্রমাণের অভাবে কিছু করার উপায় থাকে না! কিন্তু আমার দোষত্রুটি আপনাদের মত মারাত্মক নয়। আপনাদের দোষেই আজ দেশ সব দিক থেকে অন্তিম অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। আপনারাই দেশের যথার্থ শত্রু। দেশের অশুভ গ্রহ আপনারাই।

[এক বৃদ্ধ দার্শনিকের প্রবেশ]

বিচারক ॥ কে আপনি?

দার্শনিক ॥ (একবার সকলের দিকে তাকিয়ে) আমি একজন দার্শনিক। আমি বিশ্বের শান্তির জন্য এবং মানুষের মর্যাদার জন্য সংগ্রাম করে চলেছি! আমি জানাতে এসেছি আপনাদের যে আজ আপনাদের পাপেই পৃথিবী পরিপূর্ণ। ফলে অষ্টগ্রহের সমাবেশ হচ্ছে আজ।

বিচারক ॥ তার ফলে পৃথিবী হয়তো ধ্বংস হবে আজ।

দার্শনিক ॥ ধ্বংস হওয়া উচিত মনে করি। কারণ আপনাদের ভয়াবহ পাপের ফলেই জগতে কোটী কোটী লোক আজ বেঁচে থেকেও মরে রয়েছে অন্ন, বস্ত্র, অর্থ ও কর্মের অভাবে রোগ জর্জরিত দেহে! আজ যদি অষ্টগ্রহ সম্মেলনের ফলে জগতজুড়ে মহাপ্রলয় হয় তবে এই অবহেলিত, নিপীড়িত, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, অর্থহীন রোগজীর্ণ ও মৃত্যু প্রায় কোটী কোটী নরনারী, শিশু মরে বেঁচে যাবে এই পঙ্কিল পৃথিবী থেকে।

রাষ্ট্রনেতা ॥ তাহলে আপনি পৃথিবীর ধংস কামনা করেন !

দার্শনিক ॥ হ্যাঁ ! এই পাপ পঙ্কিল অত্যাচার ও ব্যভিচারে পরিপূর্ণ পৃথিবী ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাক ভূমিকম্পে, ভেসে যাক্ প্লাবনে। আবার জন্ম নিক নূতন পৃথিবী। নূতন সভ্যতার হবে অভ্যুদয়। যে সভ্যতা মানুষকে দেবে মর্যাদা, দেবে অন্ন, বস্ত্র, অর্থ. শিক্ষা, সুখ সমৃদ্ধি। থাকবেনা সে সভ্যতার মধ্যে অস্ত্রের হানাহানি, মানুষের বেশে পশুর উল্লাসধ্বনি, মারণাস্ত্র বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পৃথিবীর জল, স্থল, আকাশ বিষাক্ত করবে না। থাকবে না কোন "ইজমের" রক্তক্ষয়ী প্রতিষ্ঠা ও নারকীয় প্রতিযোগিতা।

[বলতে বলতে বৃদ্ধ দার্শনিকের প্রস্থান]

বিচারক ॥ দার্শনিক অতি সত্য কথা বলে গেলেন।

জ্যোতিষী ॥ (সকলের উদ্দেশ্যে) আপনারা এবার যে যার জায়গায় চলে যান। এখন অষ্টগ্রহের সমাবেশ হবে। মহাপ্রলয় হয়ত এখুনি শুরু হতে পারে।

বিচারক ॥ তাহলে আর বিলম্বের প্রয়োজন নেই। (সকলের প্রস্থান)

[সাথে সাথে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, চন্দ্র, রাহু প্রভৃতি অষ্টজন গ্রহের প্রবেশ]

মঙ্গল ॥ (সকলের প্রতি) আজ আমরা যে সমবেত হয়েছি তার কারণ আশাকরি আপনারা সবাই জানেন ! পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা যে খুবই শোচনীয় সে আমরা জানি।

রবি ॥ তা ঠিক। পৃথিবীর আকাশ বাতাস আজ পারমানবিক বিস্ফোরণে দূষিত। পৃথিবীর সভ্যতা আজ জর্জরিত। এই অবস্থা থেকে পৃথিবীকে মুক্তি দিয়ে নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করা আমাদের এখন কর্তব্য কিনা—সেটাই আপনারা বিচার করুন।

শুক্র ॥ আমার মতে, মুমূর্ষু পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেলাই উচিত। আসুন আমরা সেই কাজ এখন শুরু করি। শনি, এ সম্বন্ধে তোমার মত কি ?

শনি ॥ আমিও এই প্রস্তাব সমর্থন করি।

শুক্র ॥ রাহু, তোমার কি মত?

রাহু ॥ আমিও এ বিষয়ে একমত।

বৃহস্পতি ॥ কিন্তু আমার এতে মত নেই।

শুক্র ॥ কেন বৃহস্পতি?

বৃহস্পতি ॥ কারণ যদিও পৃথিবী সভ্যতার সংকটে পরিপূর্ণ—যদিও পৃথিবী আজ শয়তানের আস্তানা তবুও মুষ্টিমেয় যুদ্ধবাজের হাতের বিশ্ব-বিধ্বংসী মারণাস্ত্রকে বন্ধ করবার জন্য বিশ্বের কোটী কোটী শান্তিকামী জনগণ আজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশ্ব-শান্তির জন্য অবিরাম চেষ্টা করে চলেছে! এই বিশাল জনগণের নেতৃত্ব করছে এক বৃদ্ধ মানব-প্রেমিক মহান দার্শনিক।

শুক্র ॥ তা ঠিক।

বৃহস্পতি ॥ এই বিশাল শান্তিকামী জনগণকে জয়ী করবার জন্যই এখন বিশ্ব ধ্বংস করা ঠিক হবেনা। বিশ্বের এই বিশাল শান্তিকামী জনগণই একদিন পৃথিবী থেকে মরণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা দূর করবে! এরাই পৃথিবীকে সভ্যতার সংকট থেকে মুক্ত করবে। এ প্রস্তাব সম্পর্কে বুধ, চন্দ্র ও রবি তোমাদের মত কি?

বুধ চন্দ্র ও রবি ॥ (এক সঙ্গে) আমরা আপনার এ প্রস্তাবে সকলেই একমত।

শুক্র ॥ আমি মনে করি সর্বাত্মক ধ্বংসের মধ্যে দিয়েই পৃথিবী আবার ভাল হবে। সাধু শয়তান সকলেই একসাথে শেষ হয়ে যাক্। পুরাতনের সার্বিক ধ্বংসের মধ্যে দিয়েই নূতনের সৃষ্টি হোক্।

বৃহস্পতি ॥ কিন্তু মানুষের শুভ প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা যে একদিন জয়লাভ করবেই শয়তানের ওপর। এই মুহূর্তে পৃথিবী ধ্বংস করলে তা আর তাহলে প্রমাণিত হবে না। এ বিষয়ে বুধ, চন্দ্র ও রবির মত কি?

বুধ চন্দ্র ও রবি ॥ (সমস্বরে) আমরা আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত।

শুক্র ॥ তা হলে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবী ধ্বংস করার পক্ষে চারজন। এমত অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, সেটাই এখন বিবেচ্য।

[দার্শনিকের পুনঃ প্রবেশ]

দার্শনিক ॥ এখন আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে পৃথিবীকে ধ্বংস করা নয়, রক্ষা করা।

শুক্র ॥ কে আপনি ?

বৃহস্পতি ॥ এই সেই মহান বৃদ্ধ দার্শনিক। এর কথাই একটু আগে আপনাদের বলছিলাম!

দার্শনিক ॥ হ্যাঁ, আমিই সেই লোক, যিনি বিশ্বের সকল শান্তিকামী মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে আপনাদের সামনে আজ উপস্থিত হয়েছি। আমি এসেছি আপনাদের কাছে বিশ্বকে ধ্বংস থেকে বাঁচাবার আহ্বান নিয়ে!

বৃহস্পতি ॥ মহান দার্শনিক, আপনার নেতৃত্বে বিশ্বের এই বিশাল শান্তিকামী মানুষেরা যে বিরাট শান্তি-আন্দোলন করে চলেছে তার প্রতি আমাদের পরিপূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। এই আন্দোলন আরও শক্তিশালী হোক আর ভয়াবহ মারণাস্ত্রের বিভীষিকা দূর হোক পৃথিবী থেকে। তাই আমাদের কাম্য।

দার্শনিক ॥ আপনার এই সৎ ইচ্ছা আমরা সর্বশক্তি দিয়ে পালন করবার চেষ্টা করব।

বৃহস্পতি ॥ শুধু তাই নয়, এই শান্তি আন্দোলন যেন আরও সুগঠিত হয়ে বিশ্বের প্রতিটি লাঞ্ছিত মানুষকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা দেয় আর সাথে সাথে মানুষের অন্তরে দিক শান্তি আর আনন্দের ফল্গুধারা। শান্তি-আন্দোলনের পাশাপাশি এই আমাদের কামনা।

দার্শনিক ॥ আপনার এই উপদেশ আমরা সানন্দে সর্বতোভাবে পালন করবার চেষ্টা করবো, এক বিশ্বব্যাপী বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে। যার মাধ্যমে বিশ্বের

প্রতিটি মানুষ মনুষ্যত্বের মর্যাদা নিয়ে সভ্যতার আলোতে স্নান করে সুখে ও শান্তিতে পৃথিবীতে বাঁচতে পারে।

শুক্র॥ পরম প্রাজ্ঞ বৃহস্পতির সাথে আমিও আমার সহকর্মীরা এখন একমত হলাম। আমরা সত্যিই এখন বুঝতে পেরেছি আপনাদের এই মহান শান্তি-আন্দোলন পৃথিবীকে একদিন অস্ত্রের হানাহানি থেকে মুক্ত করতে পারবে এবং স্বেচ্ছাচারীদের হাত থেকে পৃথিবীর প্রতিটি শোষিত ও লাঞ্ছিত নর-নারীকে মুক্ত করতে পারবে এই কলুষিত আবহাওয়া থেকে।

বৃহস্পতি॥ তাই আমরা সর্বসম্মতিক্রমে বলছি যে আপনাদের এই শান্তি-আন্দোলনের জন্যই পৃথিবীকে আমরা আপাতত ধ্বংস করলুম না। আপনাদের শান্তি-আন্দোলন বলিষ্ঠ হোক—এই প্রার্থনা করি।

[অষ্টগ্রহের প্রস্থান]

[ক্রমে ভোরের আলো এসে পড়লো পথের ওপরে। দূরে সেই আলেকের দিক থেকে নেপথ্যে অজস্র কণ্ঠে ভেসে উঠল—বিশ্ব-শান্তির-জয়-ধ্বনি—বিশ্ববাসীর ঐক্যধ্বনি—আর বিশ্বমানবের জয়গান। ধীরে ধীরে দার্শনিক সেই আলোর দিকে এগিয়ে চললো।

[যবনিকা পতন]

॥ ফুল শয্যার রাতে ॥

চরিত্র

সুখময় রায়—রায় বাড়ীর মালিক।
অতনু রায়—ঐ পুত্র।
সুধাময়ী—ঐ গিন্নী।
শম্পা—ঐ কন্যা।
শঙ্কর—শম্পার ভাবী বর।
রতি—অতনুর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী।
সন্তোষ চৌধুরী—সুখময় রায়ের বন্ধু।

অপূর্ব, অশোক, বিমল, চন্দন — অতনুর বন্ধুবর্গ

হরিদাস—বাড়ীর চাকর

১ম দৃশ্য

[রায় বাহাদুর সুখময় রায়ের একমাত্র ছেলে অতনু রায়ের আজ ফুলশয্যা। সেই উপলক্ষ্যে রায়বাড়ী আজ সরগরম। স্ত্রী সুধাময়ীকে ডাকতে ডাকতে সুখময় রায়ের বৈঠকখানায় প্রবেশ।]

সুখময় রায় ॥ (অন্দরের দিকে তাকিয়ে) সুধা, ও সুধা, বলি শুনছ?

সুধাময়ী ॥ (নেপথ্য থেকে)—শুনছি গো৺শুনছি, দাঁড়াও আসছি। বলি অত ডাকাডাকি শুরু করলে কেন হঠাৎ? (বলতে বলতে সুধাময়ীর প্রবেশ)।

সুখময় ॥ মানে ইয়ে বলছিলুম কি—আজ অতনুর ফুলশয্যা কিনা তাই—

ছেলের ফুলশয্যার কথা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ আমাদের ফুলশয্যার কথাটা মনে পড়ে গেল। তাই ভাবছিলুম—ইয়ে মানে—তোমার সাথে এই নিয়ে মানে আমাদের সেই ফুলশয্যার কথা নিয়ে একটু গল্প কোরব আর কি, কি বল? (হাসলেন)

সুধাময়ী ॥ (লজ্জা পেয়ে) ওমা, সে কি গো, ছেলের ফুলশয্যার দিন নিজেদের ফুলশয্যার কথা নিয়ে যদি এখন বুড়ো-বুড়িতে গল্প করতে বসি—তাহলে যে লজ্জায় আর কারুকে মুখ দেখাতে পারবোনা। বাড়ীভর্তি লোকজন, কে কোথা দিয়ে শুনে ফেলবে—আর তোমার যা আলগা মুখ শেষে লজ্জার মরতে হবে আমাকে—না না, ওসব এখন হবে-টবেনা।

[সুধাময়ী যেতে উদ্যত হয়]।

সুখময় ॥ (সুধাময়ীর হাতটা ধরে) আহা একটু দাঁড়াও না—

সুধাময়ী ॥ আঃ, হাতটা ছাড়োনা! (হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে) কেউ যদি দেখে ফেলে এখন—তাহলে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে! (হাতটা ছাড়িয়ে নেয়)

সুখময় ॥ (মৃদু হেসে) আরে কেউ আসবেনা এদিকে। আচ্ছা, তুমিই বলনা, শম্পা এখন কি করছে?

সুধাময়ী ॥ শম্পা ওর বন্ধুদের নিয়ে ওর নতুন বৌদিকে সাজাচ্ছে এখন।

সুখময় ॥ আর অতনু?

সুধাময়ী ॥ অতনু এখন ওর বন্ধুদের নিয়ে গল্প করছে নিজের ঘরে বসে।

সুখময় ॥ আর তোমার বন্ধুরা?

সুধাময়ী ॥ আমার বন্ধুরা তো স্ত্রী-আচারের যোগাড় করছে ফুলশয্যার জন্য।

সুখময় ॥ আর ঠাকুর-চাকর-ঝি? ওরা তো সব নিজেদের কাজই করছে তাই না?

সুধাময়ী ॥ (মুচকী হেসে)—হ্যাঁ!

সুখময় ॥ (হেসে) তাহলে এখন আর আসবে কে শুনি ?

['আমি বন্ধু আমি' বলতে বলতে সুধাময়ী রায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সন্তোষবাবুর প্রবেশ]

সুখময় ॥ (সোল্লাসে) আরে! সন্তোষ যে এসো! এসো!

সুধাময়ী ॥ (সলজ্জভাবে) ওমা ঠাকুরপো যে আসুন।

সন্তোষবাবু ॥ (মুচকী হেসে) সব কাজ ফেলে বৌদি বৈঠকখানায়, কি ব্যাপার ?

সুধাময়ী ॥ (লজ্জা পেয়ে) আর বলেন কেন—আপনার বন্ধুর যত সব কাণ্ড। ছেলের ফুলশয্যা দেখে হঠাৎ নিজের ফুলশয্যার কথা মনে পড়ে গেছে। তাই আমাকে ডেকে আনলে সেই নিয়ে এখন গল্প করার জন্য।

সন্তোষ ॥ (হাসতে হাসতে) তাই নাকি ?—তা সুখময় আপনাকে ফুল-শয্যার রাতে প্রথম কি কথা বলেছিল বৌদি ?

সুধাময়ী ॥ (হাসতে-হাসতে) সে বড় মজার কথা। 'ও' আমাকে প্রথম বলেছিল—আচ্ছা বলতো বিদ্যাসাগর কে ছিলেন ? তাকে কেন দয়ার সাগর বলা হয় ? তাঁর মাতৃভক্তি সম্বন্ধে কি জান ? (সন্তোষ-সুখময়ের সমবেত হাসি)

সুখময় ॥ (হাসতে হাসতে) তা আমার দোষ কি বল! বয়স তো ছিল মাত্র চৌদ্দবছর। তখন একেবারে টাটকা বিদ্যাসাগর পড়া—তাই সুধা'র ওপর বিদ্যেটা ফলাও করে চাপানো।

সন্তোষ ॥ (হাসি মুখে) আর বৌদি তোমাকে ফুল-শয্যার রাতে প্রথম কি বলেছিলেন ?

সুখময় ॥ (হাসতে হাসতে) ও, সে বড় অভিনব জিনিস—আজকাল ছেলে-মেয়েরা তা ভাবতেই পারবেনা। ফুলশয্যার রাতে সুধার প্রথম স্বামী সম্ভাষণ হ'ল "আচ্ছা তোমাদের বাড়ীতে তেঁতুল গাছ আছে ?' (আবার সন্তোষ, সুধা ও সুখময়ের সমবেত হাসি)।

সন্তোষ ॥ (হাসতে হাসতে) তা বৌদি, তেঁতুল গাছের কথা বলেছিলেন কেন ?

সুধাময়ী ॥ (হাসিমুখে) বাপের বাড়ীতে তেঁতুল গাছে চড়বার অভ্যাস ছিল যে। আমার দোষই বা কি বলুন, বিয়ের সময় আমার বয়স ছিল দশ বছর।

সন্তোষ ॥ (হাসি মুখে) বুঝলে সুখময়—বৌদি তো তবু তোমার কাছে ফুলশয্যার রাতে তেঁতুল গাছের কথা বলেছিলেন ; আর আমার গিন্নী আমার কাছে ফুল শয্যার রাতে লেবেনচুস চেয়েছিল। (আবার তিনজনের সমবেত হাসি। এমনি সময় সুখময় দম্পতির ভাবী জামাই মানে সুখময় বাবুর একমাত্র মেয়ে শম্পার ভাবী বর শঙ্করের প্রবেশ।)

সুখময় ॥ আরে এসো এসো শঙ্কর। তারপর সব খবর ভাল তো ?

শঙ্কর ॥ (সুখময়, সুধাময়ী ও সন্তোষবাবুকে প্রণাম করে) আজ্ঞে হ্যাঁ। আচ্ছা অতনুদা কোথায় ?

সুধাময়ী ॥ অতনু তো ওর ঘরে বসে বন্ধুদের নিয়ে গল্প করছে। আর শম্পা ওর বান্ধবীদের নিয়ে ওর বৌদিকে সাজাচ্ছে। চল তোমাকে পৌঁছে দিই অতনুর ওখানে।

শঙ্কর ॥ (মৃদু হেসে) চলুন—(শঙ্কর ও সুধাময়ীর প্রস্থান)

সন্তোষ ॥ খাসা ছেলে শঙ্কর! তোমার ভাবী জামাইটি সত্যিই ভাল হয়েছে।

সুখময় ॥ (মৃদু হেসে) আরে সে জন্য আমাকে ধন্যবাদ না দিয়ে শম্পাকে দাও—ওর বর ওই পছন্দ করেছে। আমি আর সুধা মত দিয়েছি মাত্র। এখন শম্পা বি-এ টা পাশ কোরলেই বিয়েটা দিয়ে দেবো।

সন্তোষ ॥ তা তো বটেই। আর এ বিয়েতে ওরা সুখী হবে বলেই মনে করি —নিজেরাই যখন পরস্পরকে ভালবেসে জেনে শুনেই বিয়ে করছে।

সুখময় ॥ শম্পা বড় হয়েছে। ওর ভাল-মন্দ ও নিজেই যথেষ্ট বুঝতে পারে—তাই ওর পছন্দকে আমি অগ্রাহ্য করিনি। ওর মতেই সায় দিয়েছি। যদি অগ্রাহ্য করতুম তা হলে তার পরিণতি খারাপ হতো। ওর অমতে ওকে অন্য কোথাও বিয়ে দিলে ও অসুখী হতো।

সন্তোষ ॥ সে তো বটেই—আর তাছাড়া শঙ্কর বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপে, গুণে, বংশ-মর্যাদায় কোন দিকেই শম্পার অযোগ্য নয়।

সুখময় ॥ সব চেয়ে বড় কথা কি জান, শম্পা যদি কখনও অসুখী হয় তাহলে সেজন্য নিজেই সে দায়ী হবে। আমরা হ'বনা।

সন্তোষ ॥ সে তো বটেই! শোন, ভবিষ্যতের কথা আপাতত থাক, বর্তমানে চল একটু বেড়িয়ে আসি।

সুখময় ॥ তাই চল। (উভয়ের প্রস্থান, এবং অন্যদিক দিয়ে শম্পা ও শঙ্করের প্রবেশ)

শম্পা ॥ (হাসি মুখে) বাপ্‌রে তুমি এত হাসতেও পার। আমার বন্ধুদের বিশেষ করে রুবী ও প্রণতিকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দিলে!

শঙ্কর ॥ (মৃদু হেসে) তার চেয়ে তোমার দাদা অতনুদাকে কম নাস্তানাবুদ করিনি।

শম্পা ॥ (স্মিত মুখে) তাই নাকি!

শঙ্কর ॥ (শম্পার কাঁধে হাত রেখে) অতনুদা তো আসন্ন ফুল-শয্যার চিন্তায় মশগুল হয়ে আছেন। তাই একচোট ঠাট্টা করলুম বেশ ভাল করে।

শম্পা ॥ (হাসি মুখে) রতি বৌদির সাথে তো কথা বললে না বেশী।

শঙ্কর ॥ পরে বলবো। এখন উনি তোমাদের পাল্লায় পরে বেশ ক্লান্ত—যা সাজগোজ করাচ্ছ তোমরা সবাই মিলে।

শম্পা ॥ যাক্ সে কথা। আচ্ছা বলতো আমাদের যখন ফুলশয্যা হবে—তখন তুমি আমাকে—প্রথমে কি কথা বলবে? (শঙ্করের হাত দু'টো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আবেগ ভরে)—বলনা গো খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।

শঙ্কর ॥ (একটা সিগারেট ধরিয়ে) বলবো, আমার ভালবাসা নাও।

শম্পা ॥ (আবেশে) সে তো নেবই।

শঙ্কর ॥ (বিস্মিত হবার ভান করে) কি করে নেবে ? আমি উইল না করে দিলে কি করে নেবে তুমি ?

শম্পা ॥ (অবাক হয়ে) উইল ?

শঙ্কর ॥ (মৃদু হেসে) হ্যাঁ উইল ! আমি যে বাসাটা তৈরী করেছি সেটা খুব ভালবাসা—তাই আমার ভালবাসা তোমাকে দিতে হলে উইল করে দিতে হ'বেনা ?

শম্পা ॥ (সজোরে হেসে) পুরুষের ভালবাসা এরকমই হয় বটে !

শঙ্কর ॥ (মুচকি হেসে) আজকাল মেয়েরা আবার একরকম ভালবাসাই চায় কিনা ! (তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) ছ'টা বেজে গেছে—চলি তাহলে। দেখো ! দাদার ফুল-শয্যা দেখবার জন্য আজ সারারাত আবার লুকিয়ে জেগে থেকো না !

শম্পা ॥ (হেসে) আচ্ছা থাকবনা। চল তোমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

শঙ্কর ॥ (মৃদু হেসে) তাই চল, যতটুকু তোমাকে কাছে পাওয়া যায় ততটুকুই লাভ।

শম্পা ॥ (যেতে যেতে) লাভের ব্যাপারটা খুব ভাল বুঝেছো তো ?

শঙ্কর ॥ (যেতে যেতে সহাস্যে) বুঝবোনা ? লাভ না করলে যে লাভের মর্ম বোঝা যায় না ! লাভ নিয়েই তো জগৎ। (উভয়ের মিলিত হাসি ও প্রস্থান)

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[অতনুর বৈঠকখানা। অতনুর বৈঠকখানা জুড়ে বসে আছে অতনুর বন্ধুরা মানে অপূর্ব, অশোক, বিমল ও চন্দন। অতনু একটা চেয়ারে আরাম করে সিগারেট ধরিয়ে রিং করছে মনে। বন্ধুরাও সিগারেট খেতে খেতে একমনে চিন্তা করছে। এমনি সময় অপূর্ব উঠে পায়চারি করতে থাকে।]

অপূর্ব ॥ (সহসা দাঁড়িয়ে পড়ে) আচ্ছা অতনু, আজ রাতে মানে ফুল-শয্যার রাতে রতি বৌদির সাথে প্রথম কি কথা বলে start দিবি তার কিছু ঠিক করেছিস্ ?

অতনু ॥ (একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে) না'রে অপূর্ব, কি বলে start দেব তাই তো ভাবছি। আচ্ছা তোরা ভেবে দেখ দেখি, কি বলে রতির সাথে আলাপ করা যায় !

অপূর্ব ॥ (একটু চিন্তা করে) আচ্ছা, বৌদিকে তুই প্রথমে এই কথা বলতে পারিস—আমাকে আপনার কি রকম লাগছে বলুন তো? (অপূর্বের কথা শুনে অতনু বাদে আর সবাই হেসে উঠল)

বিমল ॥ (মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে) কি যে বলিস্ তুই অপূর্ব, এসব আজ কাল Back dated হয়ে গেছে ; এখন হচ্ছে Science-এর যুগ। তাছাড়া রতি বৌদি হচ্ছে science-এ গ্র্যাজুয়েট। অতনু বরং এই বলে start দিতে পারে—আচ্ছা, বিশ্বের প্রথম নারী মহাকাশ যাত্রী ভ্যালেন্টিনা যে মহাকাশ ভ্রমণ করে এল সে সম্বন্ধে আপনার মত কি ?

অশোক ॥ (চটে গিয়ে) আচ্ছা বিমল, বলি ফুল-শয্যাটা কি পরীক্ষার হল নাকি যে প্রশ্ন করে মতামত জানতে চাওয়া হবে? এসব হবে-টবে না। ফুল-শয্যা হচ্ছে হৃদয়ের ব্যাপার। আর অতনুও হচ্ছে আর্টসের

গ্র্যাজুয়েট। সুতরাং অতনু কবিতা দিয়েই ওর প্রেয়সীকে প্রথম বন্দনা করবে। অতনু এই বলে বন্দনা করতে পারে—

ওগো মোর রতি
আমার বিরতিহীন
সাহারা বুকে
তুমি যেন নীলনদ
তাই দেখি বারে বারে
তোমার অন্তরে
প্রেমের-পিরামিড্
হৃদয়ের অসীম আবেগে
আমি রতি ক্লান্ত
আজি বিভ্রান্ত
তাই কর মোরে শান্ত
নতুবা হব বেদুইন।
তোমার হৃদয়ে ঝাঁপ দিয়ে
নিজেরে করিব লীন।

অপূর্ব॥ (মৃদু হেসে) দেখ্ অশোক, রতি বৌদির সাথে মানে অতনুর স্ত্রীর সাথে অতনুর এখনও প্রায় পরিচয়ই হয়নি—তাই নিজের অপরিচিতা স্ত্রীর কাছে আজ ফুল-শয্যার রাতে প্রথমেই বেমক্কা একটা এতবড় কবিতা দিয়ে কথা start করা ঠিক হবে না। (চন্দনের দিকে তাকিয়ে) তুই কি বলিস্, চন্দন ?

চন্দন॥ (এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে) Right you are. আমার মতে রতি বৌদিকে চাঁদের সাথে তুলনা করে অতনু যদি মধুর ভাবে বলে—আপনাকে ঠিক চাঁদের মত সুন্দর লাগছে এখন। —তাহলে বোধহয় সবচেয়ে ভাল হয়।

তুই কি বলিস, অতনু? (অতনু কিছু বলবার পূর্বেই অপূর্ব, অশোক ও বিমল একযোগে চন্দনকে ব্রেভো, ব্রেঁভো, বলে অভিনন্দন জানায়)

অতনু॥ (খুশী হয়ে) তুই যা বলেছিস্—তা একেবারে Accurate! আমি চাঁদ দিয়েই প্রথমে শুরু করব।

হরিদাস॥ দাদাবাবু—ও' দাদাবাবু—

(বলতে বলতে বুড়ো চাকর হরিদাসের প্রবেশ)

অতনু॥ (সিগারেট ছাইদানিতে ফেলে দিয়ে) কিরে, ডাকছিস্ কেন?

হরিদাস॥ মা ডাক্তিছেন যে, স্ত্রী-আচারের কি সব তোমাকে করতি হবে। (একগাল হেসে) তারপর সেজে গুজে বৌদিদির পাশে যাতি হবে না? (নেপথ্যে উলু ধ্বনি ও মেয়েদের হাসির আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। সেই দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত ভাবে)—আর দেরী করিসনি, চল জলদি। দেরী কইরলে মা, দিদিমণি উরা সব রাগ কইরবেন।

অতনু॥ (উঠে দাঁড়িয়ে) চল তবে। (বন্ধুবর্গের দিকে) তোরাও আয় মজা দেখতে।

সকলে॥—O Sure! (বলতে বলতে অশোক, অপূর্ব, বিমল ও চন্দনের অতনু ও হরিদাসের সাথে ব্যস্তভাবে প্রস্থান।)

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[অতনুর শোবার ঘর। ফুলে সুসজ্জিত শোবার ঘরটি। ফুল দিয়ে সাজানো বিছানার একধারে অতনুর নব-পরিণীতা বধু রতি দেবী বসে আছে। রতি ও অতনু উভয়ের গলায় ফুলের মালা। একটু পূর্বেই ফুলশয্যা উপলক্ষ্যে গান, বাজনা, হাসি-ঠাট্টা হয়ে গেছে ঘরের মধ্যে। অতনু তাই খাটের নীচে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা তা দেখতে থাকে।

এমনি সময় নেপথ্যে থেকে কে যেন বললে, 'ঘরে কেউ লুকিয়ে নেই। নিশ্চিন্তে দরজা বন্ধ করো।' অতনু লজ্জা পেয়ে দরজা বন্ধ করে— বাইরে থেকে সম্মিলিত নারী কণ্ঠের হাসি ভেসে এল।]

অতনু ॥ (দরজাটা বন্ধ করে স্বগত ভাবে) যাক বাঁচা গেল ! যা গান, বাজনা হৈ-চৈ-হাসি-ঠাট্টা চলছিল ঘরের মধ্যে তাতে আমার মাথা ধরে যাবার যোগাড় হয়েছিল। এখন নিশ্চিন্ত হলাম। (রতির দিকে একবার তাকিয়ে এবার ও'র সাথে কথা বলতে হবে। চাঁদ দিয়েই শুরু কোরব। (অতনু জানলার কাছে এগিয়ে গেল। জানলার ফাঁক দিয়ে একবার চাঁদ দেখে এসে রতির কাছে গিয়ে মধুর ভাবে)—ঠিক চাঁদের কত সুন্দর লাগছে আপনাকে !

রতি ॥ (ভ্রূকুটি করে) কি বললেন ? চাঁদের সাথে আমার তুলনা ? চাঁদ হচ্ছে মস্ত গ্রহ আর আমি হচ্ছি জীবন্ত নারী। আপনি যদি আমার মত বিজ্ঞানের Student হতেন তবে একথা বলতেন না। চাঁদের সাথে আমার তুলনাই হয় না।

অতনু ॥ (হতভম্ব হয়ে) কিন্তু চাঁদের হাসির সাথে মানে চাঁদের আলোর সাথে কবিরা তো নারীর হাসির তুলনা করেছেন বহুবার।

রতি ॥ (মৃদু হেসে) তা করেছেন, তার কারণ, তখন চাঁদ সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু এখন হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষ আজ জেনেছে চাঁদের যে আলো, তা তার নিজস্ব আলো নয়, সূর্য থেকে তা পাওয়া। কিন্তু নারীর যে হাসি তা নারীর নিজস্ব হাসি। সুতরাং চাঁদের সাথে নারীকে কল্পনা করলে নারীকে অপমান করা হয়— বিশেষ করে এই যুগে। যে যুগে নারী সগৌরবে মহাকাশে গিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আবার ফিরে এসেছে।

অতনু ॥ (ঢোক গিলে) তাহলে এযুগের কবিরা মানে আধুনিক কবিরা চাঁদ সম্বন্ধে আর কবিতা লিখছেন না ?

রতি॥ না বললেই চলে, আধুনিক কবিরা চাঁদকে বাদ দিয়ে এখন মানুষ নিয়েই কবিতা লিখছেন। যেমন প্রখ্যাত কবি স্বদেশবন্ধু দে।

অতনু॥ (কৌতূহলী হয়ে) স্বদেশবাবুকে আপনি চেনেন নাকি?

রতি॥ চিনিনে মানে! উনি আমার দাদার বন্ধু, তাছাড়া উনি আমার পাড়াতো দাদাও হন।

অতনু॥ (চমকে) পাড়াতো দাদা! সে আবার কি?

রতি॥ (বিরক্তভাবে) নাঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। পাড়াতো 'দাদা' মানে, পাড়ার দাদা, মানে আমরা এক পাড়াতেই থাকতুম কিনা। মাসতুতো, পিসতুতো দাদা হয় তেমনি আজকাল পাড়াতুতো দাদাও হয়।

অতনু॥ ও, দেখুন, আমার এক বন্ধুর কাছে শুনেছি স্বদেশবাবু ভীষণ সিনেমা দেখেন। আপনি বলুন কবির পক্ষে কি এত সিনেমা দেখা উচিত?

রতি॥ কেন নয়? কবির ধর্ম হল পাঠকদের আনন্দ দান ও জ্ঞান দান করা; সুতরাং উভয়ের ধর্মই এক। অতএব কবির পক্ষেই বেশী সিনেমা দেখা উচিত। অতএব স্বদেশদা তার নিজের ধর্ম ঠিকই পালন করেছেন।

অতনু॥ (শঙ্কিত হয়ে) আপনি বুঝি খুব সিনেমা দেখা পছন্দ করেন?

রতি॥ (খুশী হয়ে) নিশ্চয়ই, কারণ সিনেমা আমাকে আনন্দ দেয়, জ্ঞান দেয়— তাছাড়া স্মরণ শক্তিও দেয়।

অতনু॥ (অবাক হয়ে) স্মরণ শক্তিও দেয়?

রতি॥ (মৃদু হেসে) নিশ্চয়ই, সিনেমার কৃপায় আমি এখানে বসেই বলে দিতে পারি কি কি ছবি চলছে আর কি কি ছবি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে। তাছাড়া—বাংলা, ইংরেজী, ও হিন্দি ছবির সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নামও আমার কণ্ঠস্থ। তবে এসব নিয়ে আমাদের কালচার করতে হয় —তাতে স্মরণশক্তি আরো বাড়ে।

অতনু॥ (হতভম্ব হয়ে) কালচার করতে হয়?

রতি ॥ O sure, নিয়মিত ভাবে সিনেমার সম্বন্ধে যাবতীয় পত্র-পত্রিকা পড়তে হয়—যেমন উল্টোরথ, সিনেমা জগৎ, জলসা, Cine Advance, Sereen প্রভৃতি সবই পড়তে হয়—তা নিয়ে আলোচনা করতে হয় তবেই তো স্মরণ শক্তি বাড়বে। তবে আমার এই কালচারের ব্যাপারে স্বদেশদার নামটা উচ্চারণ না করলে অন্যায় হবে। কারণ এ ব্যাপারে উনিই আমার গুরু। উনি আমাকে সমস্ত পত্র-পত্রিকাগুলো এনে দিতেন—আলোচনা করতেন গভীর ভাবে এই ব্যাপার নিয়ে।

অতনু ॥ (ব্যথিত হয়ে) ও! (একটু চুপ করে) তাহলে তো আপনার এখন খুব অসুবিধে হবে। কারণ আমি সিনেমা দেখিনা কিনা!

রতি ॥ তাতে কি হয়েছে, আমি তো পছন্দ করি। আর স্ত্রীর পছন্দই তো স্বামীর পছন্দ। আমি আপনার বোনেদের সাথেই সিনেমা যাব।

অতনু ॥ (খুশি ভরে) ওরাও সিনেমা দেখে না।

রতি ॥ (একটু চিন্তা করে) ও, তা'হলে একটা কাজ করা যাবে, এখানে যখন থাকবো তখন বাপের বাড়ী যাবার নাম করে সিনেমা দেখে আসবো আমি—আপনি টিকিট কেটে দেবেন।—আর বাপের বাড়ী যখন থাকবো তখন তো সিনেমা দেখবই! আমার বাপের বাড়ীর সবাই আবার খুব সিনেমা দেখতে ভালবাসে কিনা।

অতনু ॥ (শঙ্কিত ভাবে) কিন্তু একা একা সিনেমা যাওয়া কি আপনার পক্ষে ভাল হবে?

রতি ॥ (বিরক্ত হয়ে) কেন নয়? আমি কচি খুকি নাকি যে আমাকে কেউ ধরে নিয়ে যাছে?

অতনু ॥ (তাড়াতাড়ি) না না তা নয়, এই বলছিলাম কি, আপনি বাড়ীর বউ কিনা, তাই!

রতি ॥ (কঠিন স্বরে) বাড়ীর বউ বলে হয়েছে কি? বাড়ীর বউরা আজকাল অফিস করছে না? ট্রামে বাসে ভীর ঠেলে যাতায়াত করছেনা? তাছাড়া

যেখানে পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছে—সেখানে এসব কুসংস্কার টেঁকেনা।

অতনু ॥ (ম্রিয়মাণ হয়ে) বেশ আপনি একাই সিনেমা যাবেন। কিন্তু একা একা সিনেমা দেখতে কি আপনার ভাল লাগবে?

রতি ॥ (মুচকি হেসে) তা লাগবেনা! তবে আপনি থাকলে ভাল হয়। তার কারণ Interval-এর সময় তাহলে আমাকে আর বেয়ারাকে ডাকতে হবে না খাবারের জন্য। আপনিই আমাকে এনে দিতে পারবেন।

অতনু ॥ কিন্তু আমি তো প্রতিজ্ঞা করেছি যে জীবনে সিনেমা দেখবেন না, না হলে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে যেতুম।

রতি ॥ না, না, আপনাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নিনেমা যেতে হবে না।

অতনু ॥ (পায়চারী করতে করতে) কিন্তু আপনি একা একা সিনেমা যাবেন সেটাও ভাবতে ভাল লাগছে না।

রতি ॥ তা'হলে এক কাজ করুন, দু'খানা টিকিটই কাটবেন। এবাড়ী থেকে বের হবার সময় দুজনে একত্রেই বের হব—বাড়ীর লোক জানবে আমরা বেড়াতে যাচ্ছি। তারপর আমি সিনেমায় ঢুকবো আর আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তবে Interval-এর সময়ে দেখা হবে। আপনি তখন চা আর খাবার নিয়ে দরজার কাছে আমার জন্য দাঁড়াবেন। আবার ছবির শেষে আমি আরআপনি একত্রে বাড়ী চলে আসবো। কেমন?

অতনু ॥ (ঢোক গিলে) কিন্তু অতক্ষণ একা একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা, সে ভীষণ কঠিন ব্যাপার! তার ওপর আমার একটা টিকিটও তো নষ্ট হয়ে যাবে!

রতি ॥ (মৃদু হেসে) নষ্ট হবে কেন? আপনি আপনার টিকিটটা বিক্রি করে

দেবেন যদি নষ্ট হচ্ছে মনে করেন। আর অতক্ষণ নিছক দাঁড়িয়ে না থেকে নিশ্চিন্ত মনে নিজের মুখাগ্নি করে পায়চারী করবেন।

অতনু॥ (চমকে) নিজের মুখাগ্নি করব ?

রতি॥ (বিরক্ত ভাবে) Hopeless ! আপনাকে নিয়ে কি করে যে সংসার করব তাই ভাবছি। মুখাগ্নি মানে হল একটা সিগারেট খাওয়া—মুখে সিগারেট চেপে আগুন ধরিয়ে খাওয়াকেই তো আজকাল বলে মুখাগ্নি করা।

অতনু॥ (চমকে) আঁা, তাই নাকি ?

রতি॥ হ্যাঁ! আপনি সিগারেট খান তো ?

অতনু॥ তা মাঝে মাঝে খাই।

রতি॥ (মুচকি হেসে) সিগারেট খান, অথচ সিগারেট খাবার আধুনিক শব্দটাও জানেন না দেখছি। অবশ্যি আমিও কোনদিন জানতুম না যদি না আমাকে স্বদেশদা বলতেন এ শব্দটা।

অতনু॥ (ব্যথিত ভাবে) স্বদেশবাবু আপনাকে এ শব্দটা শিখিয়েছেন বুঝি ?

রতি॥ (উৎসাহের সাথে) শুধু এ শব্দই নয়, আরও অনেক শব্দ শিখিয়েছেন ; যেমন Short-hand, Book-keeping প্রভৃতি শব্দগুলি।

অতনু॥ (মৃদু হেসে) Short-hand, Book-keeping-এর মানে আমি জানি।

রতি॥ (হেসে) আরে ও-মানে তো আমিও জানি ! তাছাড়া ওর আরেকটা আধুনিক মানে আছে।

অতনু॥ (অবাক হয়ে) আধুনিক মানে আছে ?

রতি॥ (আবার বিরক্ত হয়ে) নাঃ, আপনি বড্ড Back dated লোক দেখছি ! Short hand-এর আধুনিক মানে হোল, দ্রুত হাত সাফাই করা ; ধরুন আমার গায়ের গয়নাগুলো খুলে রেখেছি খাটের ওপর, আমি একটু অন্য-

মনস্ক হতেই আপনি দ্রুত হাত চালিয়ে ঝট করে তা মেরে দিলেন। তখন আপনাকে বলা যেতে পারে যে আপনি ভাল Short-hand জানেন।

অতনু॥ (বিহ্বল ভাবে) আর Book-Keeping ?

রতি॥ Book-Keeping-এর আধুনিক মানে হলো বই নিয়ে রেখে দেওয়া মানে আর ফেরত না দেওয়া। আজকাল এই Book-Keeping-এর খুব চলন হয়েছে। আমার এক বন্ধু ছিল যে এই Book-Keeping খুব ভাল জানতো। আমার কাছ থেকে অনেক বই পড়তে নিয়ে আর ফেরত দেয়নি। শেষে একদিন রেগে গিয়ে বললুম ওকে, তুই তো খুব ভাল Book-Keeping জানিস দেখছি। যাক্ সে কথা। এবার যা বলছিলুম তাই বলি—আপনি সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা পায়চারী করতে করতে সিগারেট খাবেন—যতক্ষণ পর্যন্ত সিনেমা শেষ না হয়, মানে আমি না আসি, কেমন ?

অতনু॥ (ব্যথিত হয়ে) সিগারেট না হয় খেলাম কিন্তু আমার একটা টিকিটও তো শুধু শুধু নষ্ট হবে।

রতি॥ নষ্ট হবে যখন মনে করছেন, তা হলে টিকিটটা বিক্রি করে দেবেন।

অতনু॥ কিন্তু, আমি যদি টিকিটটা বিক্রি করি তাহলে আমার পরিবর্তে যে অন্য লোক আপনার পাশে গিয়ে বসবে।

রতি॥ তা' তো বটেই—কিন্তু তাতে কি হয়েছে ?

অতনু॥ (শঙ্কিত ভাবে) না মানে, সেই অপরিচিত লোকটি হয়ত খারাপ হতে পারে !

রতি॥ (মুচ্‌কি হেসে)—ভালও তো হ'তে পারে।

অতনু॥ (মরিয়া হয়ে) ভাল হোক্ মন্দ হোক্ সে পরপুরুষ তো ?

রতি॥ (একটু চিন্তা করে) তা'হলে পরপুরুষ আমার পাশে বসবে তা আপনি চাননা ?

অতনু॥ না।

রতি ॥ তা হলে টিকিটও বিক্রি করা উচিত না, কি বলেন ?

অতনু ॥ (খুশী হয়ে) নিশ্চয়ই না।

রতি ॥ তা হলে এমন কাজ করতে হবে যাতে আপনার টিকিটও নষ্ট না হয় আর আমার পাশে কোন পরপুরুষও না বসে—এই তো ?

অতনু ॥ (হেসে) হঁ্যা।

রতি ॥ তা হলে আপনি এক কাজ করবেন—আপনি টিকিটটা বিক্রি না করে স্বদেশদাকে দিয়ে দেবেন। স্বদেশদা আমার পাশে বসবেন—স্বদেশদাকে আমি পরপুরুষ মনে করিনা। যাক্, আপনার সব সমস্যার সমাধান করে দিলুম।

অতনু ॥ (ভীষণ শক্‌ড হয়ে) না না, স্বদেশবাবুর অত কষ্ট করবার প্রয়োজন নেই—তার চেয়ে আমি বরং আপনার সাথে সিনেমা দেখবো।

রতি ॥ (দৃঢ়স্বরে) না, না, তা কোনমতেই হতে পারে না! আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে যে, আমি আপনার সহধর্মিণী হয়ে আপনাকে অধর্ম করতে দিতে পারিনা।

অতনু ॥ (ব্যাকুল ভাবে) না না অধর্ম হবে না—সহ-ধর্মিণীর সাথে স্বামীর সিনেমা যাওয়াই তো ধর্ম।

রতি ॥ কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞাটা যে ভেঙ্গে যাবে চিরতরে।

অতনু ॥ (উদার ভাবে) তা যাক্। লোকে তো স্ত্রীর জন্য কত কি করে ; আর এ-তো একটা সামান্য প্রতিজ্ঞা মাত্র। আর দয়াকরে অমত করবেন না Please, তা হলে আমার যে কষ্ট হবে তা আপনি ধারণাও করতে পারবেন না। (বলতে বলতে অতনু রতির হাত দুটো চেপে ধরে নিজের দুহাতে দিয়ে)

রতি ॥ (হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে) আঃ, কি করছেন, ছাড়ুন লাগছে যে! (হাত ছাড়িয়ে নিয়ে) আচ্ছা, আপনার কথাটা আমি বিবেচনা করে দেখবো—আপাতত under-consideration-এ থাক। এখন এক

কাজ করুন দেখি! আমাকে এক গ্লাস জল দিন তো। দুটো অ্যা-স-প্রো খাব—উঃ আপনার সাথে এতক্ষণ বকবক্ করে মাথা ধরে গেছে আমার (অতনু ঘরের কুঁজো থেকে সযত্নে একগ্লাস জল এনে রতিকে দেয়। ইতি মধ্যে রতি ব্লাউজের ভেতর থেকে দুটো অ্যাসপ্রোর পাতা বের করে নিয়েছে। জলের সাথে অ্যাসপ্রো খেয়ে রতি গ্লাসটা অতনুর হাতে তুলে দিয়ে মিষ্টি হেসে)—Many thanks!

অতনু ॥ (খুশি হয়ে) না না, এটা তো আমার Duty.

রতি ॥ (বিছানায় শুয়ে পড়লো। তারপর অতনুকে মধুর হেসে)—ভীষণ মাথা ধরেছে। যদি kindly একটু মাথাটা টিপে দেন—তাহলে খুব উপকার হয়—অবিশ্যি আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে।

অতনু ॥ (তাড়াতাড়ি) না না, আপত্তির কি আছে ; এটাতো আমার কর্তব্য। স্ত্রীর মাথা টেপা তো প্রত্যেক স্বামীর কর্তব্য। (বলতে বলতে অতনু রতির মাথার কাছে বসে সযত্নে রতির মাথা টিপে দিতে লাগল।)

রতি ॥ (আবেগে) আঃ, খুব ভাল লাগছে। আপনার হাততো খুব পাকা দেখছি। (একটু মুচকী হেসে) আমার পূর্বে আর কারোর মাথা টিপেছেন নাকি ?

অতনু ॥ (রহস্যময় হাসি হেসে) সত্যি বল্‌ব না মিথ্যে বল্‌ব ?

রতি ॥ (মৃদু হেসে) সত্যি কথাই বলুন।

অতনু ॥ (মুচ্‌কি হেসে) আপনার পূর্বে আরও তিনজনের মাথা টিপেছি।

রতি ॥ তাই নাকি ? তাদের নাম কি সত্যি করে বলুন তো !

অতনু ॥ সত্যি করেই বল্‌ছি। তাদের নাম হল যথাক্রমে লাবণ্য, প্রীতি ও রমা।

রতি ॥ এরা আপনার কে হন ?

অতনু ॥ (গম্ভীর স্বরে) এরা আমার বন্ধু হন।

রতি ॥ (চম্‌কে) বন্ধু ! ভালবাসার বন্ধু নাকি এরা আপনার ?

অতনু ॥ (শান্ত ভাবে) হ্যাঁ।

রতি ॥ (উঠে বসে) What? (অতনু জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়; উত্তেজিত ভাবে রতিও অতনুর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়)—সত্যি করে বলুন দেখি আপনি ওদের ভালবাসেন?

অতনু ॥ (শান্তভাবে) হ্যাঁ বাসি।

রতি ॥ (কঠিন স্বরে) লাবণ্য, প্রীতি ও রমার বিয়ে হয়ে গেছে?

অতনু ॥ (মৃদু হেসে) না।

রতি ॥ (উত্তেজিত ভাবে) লাবণ্য, প্রীতি ও রমার সাথে আপনার কবে পরিচয় হয়?

অতনু ॥ (শান্তভাবে) কলেজে পড়বার সময়—আমরা একই কোএডুকেশন কলেজে পড়তাম্।

রতি ॥ (ক্রমশ উচ্চস্বরে) এদের সঙ্গে আপনার ভালবাসা তা হলে ক' বছরের?

অতনু ॥ (নির্বিকার ভাবে) চার বছরের হবে।

রতি ॥ (অসহ্য রাগে) তাহলে ওদের ভালবেসেও আমাকে বিয়ে করলেন কেন, জবাব দিন?

অতনু ॥ (মৃদু হেসে) আপনাকে সত্যি কথা বলায় আপনি খুব রেগে গেছেন দেখ্ ছি!

রতি ॥ (ভীষণ চটে গিয়ে) কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না—তা'হলে খুব খারাপ হবে—আপনি সত্যি কথা বলেছেন— সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কারণ অনেক কাপুরুষ আছে যারা নিজের বিয়ের পর স্ত্রীকে এ সব সত্যি বলেনা। মানে বিয়ের আগের প্রেমের কথা চেপে যায়।

অতনু ॥ আপনি কি বলতে চান বিয়ের আগে ভালবাসাটা অন্যায়?

রতি ॥ নিশ্চয় অন্যায়—আপনার মত লোকদের ক্ষেত্রে বিয়ের আগে ভালবাসা অত্যন্ত অন্যায়! যারা বিয়ের আগে ভালবাসে একজনকে অথচ যাকে

ভালবাসে তাকে বিয়ে না করে, বিয়ে করে অন্য অপরিচিতজনকে। আপনার কথাই ধরুন না কেন, আপনি আমাকে বিয়ে করবার পূর্বে লাবণ্য প্রীতি ও রমাকে মানে একাধিকজনকে ভালবেসেছেন—যা আপনি নিজের মুখেই স্বীকার করলেন এখন! অথচ যে আপনার ভালবাসার পাত্রী তাকে বিয়ে না করে আপনি আমাকে বিয়ে করলেন! যে আপনাকে চেনে না, জানেনা! তাহলে দেখুন, আপনি কত বড় অন্যায় করেছেন। আমার জীবনটা আপনি নষ্ট করে দিলেন। এর চেয়ে ভালবেসে বিয়ে অনেক ভাল ছিল। (রতি উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে)

অতনু॥ (তর্কের সুরে) কিন্তু ভালবেসে বিয়ের ক্ষেত্রেও তো বিয়ের আগেই ভালবাসা থাকে। সেটা কি অন্যায় নয়?

রতি॥ নিশ্চয়ই নয়। কারণ সে ক্ষেত্রে বিয়ের আগে যাকে ভালবাসা হয়—তাকেই বিয়ে করা হয়—মানে সেক্ষেত্রে ভালবাসা ও বিয়ে একজনকে নিয়েই হয়। যেমন ধরুন আপনার ছোটবোন শম্পা ও শঙ্করবাবু এরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবেসেছেন বিয়ের পূর্বেই এবং এঁদের বিয়েও হবে একদিন! (রতি বিছানায় গিয়ে বসে আঁচল দিয়ে চোখ মোছে)

অতনু॥ কিন্তু এইভাবে বিয়ের পূর্বে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা থাকা কি উচিৎ?

রতি॥ (রুদ্ধকণ্ঠে) কেন উচিত নয়? আপনার মত লোকেরা যে জঘন্য কাজ করে বেড়াচ্ছে সমাজে, মানে বিয়ের আগে ভালবেসেছে একজন-একজনকে আর বিয়ে করছে আরেকজনকে—তারচেয়ে এটা থাকা কি উচিত নয়? তাছাড়া যে যুগ পড়েছে তাতে পরস্পর পরস্পরকে যাচাই করে দেখে শুনে নেয়াই উচিত। কারণ এযুগে একেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে হচ্ছে অনেক বেশী বয়সে—তার ওপর সমাজে অবাধ মেলামেশার সুযোগ রয়েছে, ফলে না-দেখে না-জেনে বিয়ে করলে ঠকতে হয়! যেমন আমি ঠকেছি অভি-

ভাবকদের মাধ্যমে আপনার সাথে বিয়ে হওয়ায়। (বল্‌তে বল্‌তে রতি আবার আঁচল দিয়ে চোখ মোছে)

অতনু ॥ (বিচলিত হয়ে) তাহলে অভিভাবকদের মাধ্যমে বিয়েটা আপনি পছন্দ করেন না?

রতি ॥ (গভীর স্বরে) অন্তত আপনার মত স্বামী জুটলে পছন্দ করতে মন চায় না—শুধু আমিই নই—আমার মত দুর্ভাগ্যবতী যে সব মেয়ের ভাগ্যে আমার মত স্বামী জুটেছে—তারা অন্তত তারা অন্তত অভিভাবকদের পছন্দ করা বিয়েকে পছন্দ করবেনা—এটা ঠিক। এর চেয়ে ভালবেসে বিয়েই তাদের কাছে বেশি কাম্য হবে।

অতনু ॥ কিন্তু ভালবেসে তো সব সময় ভালও হয় না!

রতি ॥ (সতেজে) তা না হোক্‌। কিন্তু তাতে অন্তত একটি সান্ত্বনা থাকে যে নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারা গেছে—ভালমন্দ মিলিয়েই।

অতনু ॥ তাহলে আপনি এখন কি করতে চান?

রতি ॥ (কঠিন স্বরে) এক্ষেত্রে ডাইভোর্স করাই ভাল।

অতনু ॥ তাহলে আপনি ডাইভোর্স করবেন?

রতি ॥ (গম্ভীর ভাবে) ডাইভোর্স করি বা না-করি কিন্তু করলে অন্যায় হয় না—কারণ যে ভালবাসা দিয়ে আপনার সাথে আমার একত্রে সংসার করা সম্ভব হত—রুচি ও চিন্তার পার্থক্য সত্ত্বেও সেই ভালবাসাই আপনার নেই। আমার বিয়ের পূর্বেই তা উজার করে দিয়েছেন—লাবণ্য, প্রীতি ও রমাকে।

অতনু ॥ (মৃদু হেসে) ওদের আমার ভালবাসা দিয়েছি সত্য কিন্তু আপনাকে ভালবাসার মত ভালবাসা আমার আছে বলেই বিশ্বাস।

রতি ॥ (প্রচণ্ড রেগে উঠে) কি বললেন আপনি! লোফারের মত কথা বলতে লজ্জা হচ্ছে না আপনার? একদিকে গার্লফ্রেণ্ড আর একদিকে স্ত্রী দুটোই একত্রে চালাতে চান বুঝি? বেরিয়ে যান আমার সামনে থেকে এখুনি! (দরজা দেখিয়ে দেয় হাত দিয়ে)

অতনু॥ (মৃদু হেসে) তা না হয় যাচ্ছি কিন্তু একটি কথা, গার্লফ্রেণ্ড বলে লাবণ্য, প্রীতি ও রমাকে গাল দেবেন না, ওরা শুধু আমার ফ্রেণ্ড।

রতি॥ (বিদ্রূপের স্বরে) তাই নাকি—ওরা তাহলে গার্ল নয় ?

অতনু॥ (মিষ্টি হেসে) না, গার্ল নয়।

রতি॥ (বিস্মিত হয়ে) মানে ?

অতনু॥ (মৃদু হেসে) মানে, ওরা আমার বন্ধু—যথাক্রমে লাবণ্য প্রসাদ বোস, প্রীতিকান্ত সেন, ও রমাপদ রায়।

রতি॥ (এক মুহূর্ত গম্ভীর থেকে পর মুহূর্তে খিলখিল করে হেসে) খুব টাইট দিলেন তো ! কিন্তু আপনি যে সত্যি কথা বলছেন এখন তার প্রমাণ কি ? আপনি যে তিনটি নাম প্রথম থেকে এতক্ষণ বললেন লাবণ্য, প্রীতি ও রমার নাম—তা যেমন পুরুষের নাম হয় তেমনি মেয়ের নামও হয়।

অতনু॥ (হাসি মুখে) আমি যা সত্যি তাই এতক্ষণ বলেছি। ইচ্ছে হয় বিশ্বাস করুন না হয় না করুন।

রতি॥ (বিছানায় হেলান দিয়ে) বেশ বিশ্বাস না হয় করলুম আপনাকে।

অতনু॥ (হাসতে হাসতে) তাহলে ডাইভোর্স করবেন না তো আমাকে ?

রতি॥ (মুচকী হেসে) নাঃ, আপাতত নয়।

অতনু॥ আচ্ছা এবার আপনি সত্যি করে বলুন তো, আপনি বিয়ের আগে কাউকে ভালবেসেছেন কিনা ?

রতি॥ (গম্ভীর ভাবে) আমি শঙ্কর বলে একজনকে ভালবেসেছিলুম।

অতনু॥ (চম্‌কে উঠে) কোন শঙ্কর ? আমার ছোটবোনের সাথে যার বিয়ে হবে—সে শঙ্কর নয়ত ?

রতি॥ (শান্তভাবে) না, সে অন্য শঙ্কর।

অতনু॥ (ব্যথিত স্বরে) ও আচ্ছা ! শঙ্করবাবুর সম্পূর্ণ নামটা কি বলুন তো ?

রতি॥ (গম্ভীর স্বরে) শঙ্করবাবু নয়, আর তাছাড়া সম্পূর্ণ নামটা আমি জানিনা।

অতনু ॥ (অবাক হয়ে) মানে ?

রতি ॥ (শান্তস্বরে) মানে উনি হলেন ভগবান শঙ্কর। মার কথায় ওকে পুজো করতুম ভালবেসে।

অতনু ॥ (হেসে ওটে) আপনিও তো আমাকে বেশ জব্দ করলেন ! তা আপনি যে সত্যি কথা বলছেন তার প্রমাণ কি ? কারণ আপনিও আমার মত দ্ব্যার্থব্যঞ্জক শব্দ ব্যবহার করছেন।

রতি ॥ (হাসতে হাসতে) আমি যা বলেছি সত্য। আপনি ইচ্ছে করলে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন—।

অতনু ॥ (হাসতে হাসতে) ঠিক আছে, আপনার কথা আমি নাহয় বিশ্বাস করলুম।

রতি ॥ তাহলে আমরা কেউ কাউকে ডাইভোর্স করছি না। যখন উভয়ে উভয়কেই বিশ্বাস করছি।

অতনু ॥ (মৃদু হেসে) অবিশ্বাস করলেও ডাইভোর্স করা উচিত নয়, কারণ আমরা যখন একই দোষে দোষী বলে ভাবছি পরস্পর পরস্পরকে।

রতি ॥ (হাসিমুখে) আমাদের মত অবস্থা যাদের তাদের Mutual ভাবেই চলা উচিত।

অতনু ॥ নিশ্চয়।

রতি ॥ (মুচকী হেসে) তাহলে আপনার জীবনে আশাকরি প্রথম-দেখা মেয়ে আমিই, কি বলেন ?

অতনু ॥ (গম্ভীর হয়ে) না।

রতি ॥ (অবাক হয়ে) তাহলে কে ? (ভ্রুকুঁচকে) লাবণ্য, প্রীতি, না রমা ? যদি ওরা মেয়ে হয় !

অতনু ॥ (গম্ভীর স্বরে) না ওরাও নয়।

রতি ॥ (অসহ্য হয়ে) তাহলে কে বলুন না ! উঃ, আবার আপনি জ্বালাতে শুরু করলেন দেখছি !

অতনু ॥ (শান্তভাবে) বেশ, বলছি। আমার জীবনে প্রথম দেখা মেয়ে হল আমার জন্মের সময় যে ধাইটি ছিল সে। মার পেট থেকে পড়ে প্রথম তাকেই আমি দেখেছিলুম। যদিও সে সত্তর বছরের বুড়ি ছিল—তবুও সে মেয়ে এবং আমার প্রথম দেখা মেয়ে।

রতি ॥ (খিলখিল করে হেসে) আবার জোর টাইট দিলেন দেখছি !

অতনু ॥ (হাসতে হাসতে ঘড়ির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলো) আরে ভোর হয়ে এলো যে ! উঃ, ফুলশয্যার রাতটা এইভাবেই কাটলো তাহলে !

রতি ॥ (হাসতে হাসতে) এ যুগে যারা ফুল্ তারাই ফুলশয্যার স্বপ্ন দেখে।

অতনু ॥ (মুচকী হেসে) তাহলে আমাদের এই ফুলশয্যাটাকে কি বলা উচিত ?

রতি ॥ (মিষ্টি হেসে বিছানা ছেড়ে উঠে) স্রেফ, হুল-শয্যা।

[উভয়ের মিলিত হাসি]

যবনিকা

একটি গল্পের মৃত্যু

॥ চরিত্র ॥

অমিত সেন	—	সংগীত শিল্পী
সুমিতা	—	অমিত সেনের ভাবী স্ত্রী
রূপচাঁদ ঝুনঝুনওয়ালা	—	চিত্র প্রযোজক

এবং অমিত সেনের বেয়ারা।

[একটি দৃশ্য একটি সেট]

[বিখ্যাত শিল্পী অমিত সেনের "বেডরুম"। স্লিপিংড্রেস পড়া অবস্থায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে 'অমিত সেন' নিজেকে দেখছে আর মৃদুমৃদু হাসছে। তারপর নিজের মুখে গালে হাত বোলাতে বোলাতে নিজের প্রতিবিম্বকে বলতে লাগলো—]

অমিত ॥—"কাল খুব হেভি ড্রিঙ্ক করেছ অমিত; এতটা ভাল নয়। দেখছো না কত বেলা হয়ে গেল ঘুম থেকে উঠতে! বাইরে হয়তো কত দর্শনপ্রার্থী অপেক্ষা করছে তোমার সাথে দেখা করবার জন্য। তোমার গুণমুগ্ধ ভক্তবৃন্দের তো আজ অভাব নেই। অবশ্য তুমি কি করবে বল? একে তুমি বিখ্যাত শিল্পী তাতে আবার রূপবান, ধনবান ও গুণবান যুবক তুমি। তার ওপর আবার তোমার ব্যাচেলারের মস্তবড় সার্টিফিকেট রয়েছে সমাজে। "ব্যাচেলার"—(বিচিত্র মুখভঙ্গি করে অমিত হেসে উঠলো) "তা বটে!" তাই তোমার টাকা, রূপ আর প্রতিভার আগুনে পুড়ে মরবার জন্য পতঙ্গের মতো সুন্দরী উর্বশীরা দলে দলে আসবে তোমার কাছে। তুমিও তাদের সঙ্গদানে কৃপণতা করছো না। তবু তুমি ব্যাচেলার! ব্রেভো, মাইরি বেশ সুখেই আছ। কি বল? তবে ব্যাচেলারের মর্যাদা রেখো দেশের অনেক গণ্যমান্য জঘন্য লোকদের মত। কুমারী মেয়েদের নিয়মিত পরিত্রাণ কর

কৌমার্য থেকে। নিজের দেশে ক্যাসানোভা হয়ে বেচে থাকো বাপ্‌। [বেয়ারা চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো। অমিত বেয়ারাকে দেখে চুপ করে রইলো। বেয়ারা চা তৈরী করে দিয়ে চলে গেল। অমিত চায়ে চুমুক দিতেই টেলিফোন বেজে উঠলো। অমিত অর্ধশায়িত অবস্থায় বিছানায় হেলান দিয়ে গম্ভীর গলায় বললো]—

অমিত ॥ অমিত সেন বলছি। কে, সুমিতা ?—তুমি রেডি ? আমিও রেডি হচ্ছি। (মৃদু হেসে) আরে না না, তোমাকে বিদায় দেবার জন্য রেডি নই। তোমাকে থাকবার জন্য তো কাল ডিনার পার্টিতে এত করে বললুম। তা তোমার লক্ষৌতে মিউজিক প্রোগ্রাম রয়েছে, তুমি তো যাবেই। যাক্‌ সামনের সপ্তাহে ফিরছো তো ?—Well, কি বললে, তোমাকে ছাড়া এই এক সপ্তাহ বান্ধবীদের নিয়ে আমার ভালই কাটবে বলছো ? (হেসে) কি যে বল মিতা, তোমার অভাব কেউ পূরণ করতে পারবে না। শোন সুমি, দুপুরে তো লক্ষৌ এক্সপ্রেসে চলে যাবে। তাই বলছি যাবার পূর্বে এখন একবার আমাকে দর্শন দেবে কি ?—Well, very good, চলে এস তবে। আমি এখনি রেডি হয়ে নিচ্ছি। O.K. বা-বাই [অমিত টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো। তারপর চায়ের ট্রে-টা কাছে টেনে কেটলী থেকে আরেক কাপ চা ঢেলে দুধ চিনি মিশিয়ে খেতে খেতে একটি দৈনিক ইংরেজী সংবাদ পত্রের ওপর চোখ বুলাতে লাগলো। একটু পরে শ্লিপিং ড্রেসটা পালটিয়ে পাজামা পাঞ্জাবী পরে একটা সিগারেট ধরিয়ে ড্রেসিং টেবিলের অনতিদূরে যে সোফাসেট রয়েছে—তার একটিতে বসে দরজার দিকে তাকিয়ে একমনে সিগারেট থেকে রিং করতে লাগলো। এমনি সময় বাইরে গাড়ীর হর্ন বেজে উঠলো। একটু পরেই কলিং বেলের আওয়াজ হ'ল।]

অমিত ॥ (দরজার দিকে তাকিয়ে) Yes, come in.

(হাসিমুখে, আধুনিক পোষাকে সুসজ্জিতা সুমিতার প্রবেশ)

অমিত ॥ এস সুমি, তোমার দলের আর সব কোথায়? মানে লঘু গুরু সব !

সুমিতা ॥ (সোফায় বসতে বসতে) কেন, আমাকে পছন্দ হচ্ছেনা বুঝি ?

অমিত ॥ (সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে) কি যে বল ! এমনি বলছি।

সুমিতা ॥ শম্পা, দোলা, মালা ওরা সব যাবার জন্য রেডি হচ্ছে।

অমিত ॥ (সুমিতার কাছ ঘেসে) সুমি, তোমার বাবা তো এখন অফিসে রয়েছেন—এই সুযোগে তোমার মাকে একটা প্রণাম ঠুকে আসলে কেমন হয় ?

সুমিতা ॥ (মুচকি হেসে) অতি ভক্তি কিসের লক্ষণ যেন !

অমিত ॥ (হেসে) তোমার অনারে শুধু।

সুমিতা ॥ (স্মিত মুখে) ফাঁকা বাড়ীতে তোমার এই অনার যদি আমার ওপর 'ডিস অনার' হয়ে চেপে বসে, তখন কি হবে ?

অমিত ॥ (সলজ্জভাবে) কি যে বল। নাও চা খাও।

সুমিতা ॥ (কেটলি থেকে চা ঢালতে ঢালতে) মা এখন ঠাকুরঘরে পূজোয় বসেছেন। পৃথিবী উল্টে গেলেও পূজোর ঘর থেকে বের হবেন না। তাই তোমার এই প্রচণ্ড ভক্তির নিদর্শন আপাতত মাকে দেখানো যাবে না।

অমিত ॥ (আপশোষের ভঙ্গিতে) তা না হয় নাই হল। কিন্তু তোমাদের ঐ মস্তবড় বাড়ীটা এখন তো একদম ফাঁকা। তাই ভাবছিলুম সুযোগটা হাত ছাড়া না করে বরং কাজে লাগানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

সুমিতা ॥ (কৃত্রিম কোপে) এই অসভ্য, চুপ কর। ভাল ছেলে হয়ে থাকলে ভবিষ্যতে সব পাবে। না হলে····

অমিত ॥ (সিগারেট ধরাতে ধরাতে) না হলে কি ?

সুমিতা ॥ না হলে বাবা বলবেন (সুমিতা তার বাবার গলার স্বর নকল করে গম্ভীর ভাবে বললো) 'অমিত, গেট আউট।'

অমিত ॥ (হাসতে হাসতে) ইস, গেট আউট বললেই হ'ল। তাহলে গেট থেকেই তোমাকে নিয়ে আউট হয়ে যাবো।

[সুমিতা হেসে উঠলো। অমিতও হাসিতে যোগ দিল]

সুমিতা ॥ (চা খেতে খেতে) যতই বলনা কেন, বাবার কথামত না চললে বাবা তোমাকে আউট করে দেবেন—একেবারে ক্লিন বোল্ড আউট করবেন। বুঝলে ?

অমিত ॥ (মৃদু হেসে) আমি তাহলে Boldly out হয়ে যাব তোমাকে নিয়ে।

সুমিতা ॥ (চায়ে চুমুক দিয়ে) তাহলে তো বাবা তোমাকে জামাই আদর না করে 'জামাই বাঁদর' বলে তাড়া করবেন।

অমিত ॥ (মুচকি হেসে) আমিও তবে তাকে নক্ করে শাল দিয়ে যাবো।

সুমিতা ॥ তার মানে নক্‌শাল জামাই ? তাহলে বাবা পুরুত না ডেকে পুলিশ ডাকবেন।

অমিত ॥ (হেসে) সত্যি ?

সুমিতা ॥ (হাসিমুখে) তুমি কি ভাবছো আমি মিথ্যে বলছি ?

অমিত ॥ (দার্শনিক ভঙ্গিতে) আমি তো জানতুম মেয়েরা যা ভাবে তার উল্টোটা বলে। আর যা বলে তার উল্টোটা করে।

সুমিতা ॥ তাই নাকি, তাহলে তোমরা পুরুষেরাও তাই। জানো তো, পুরুষের ভালবাসা আর মুসলমানের মুরগী পোষা ঠিক একরকম।

অমিত ॥ (হেসে) মুরগী তবু পোষ মানানো যায় কিন্তু মেয়েদের কিছুতেই পোষ মানানো যায় না। আর যদিও পোষ মানে তবে বাড়ী গাড়ী গয়না শাড়ীর Demand জানিয়ে পুরুষদের সর্বদা ঘেরাও করে রাখে।

সুমিতা ॥ (হাসতে হাসতে) মেয়েদের ঘেরাও-এর শ্লোগান হওয়া উচিত—পুরুষদের কাছে Demand বাড়াতে হলে নারীকে supply কমিয়ে দিতে হবে, দিতে হবে।

[উভয়ের হাসি। এমনি সময় বাইরে কলিংবেল বেজে উঠলো]

সুমিতা ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে) চলি তাহলে, আমি লক্ষ্ণৌতে পৌঁছেই তোমাকে চিঠি দেব। তুমিও চিঠি দিও কিন্তু।

অমিত ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে সুমিতার ডান হাত ধরে মৃদু চাপ দিয়ে) আমার চিঠি দেওয়া হয়ে গেছে।

সুমিতা ॥ (অবাক হয়ে) সে কি, আমি না যেতেই?

অমিত ॥ (হেসে) সবাই তো যাবার পরই চিঠি দেয়। আমি তাই নতুন কিছু করবো বলে আগেই তোমাকে চিঠি দিয়েছি। লক্ষ্ণৌ পৌঁছেই তুমি আমার চিঠি পাবে।

সুমিতা ॥ (মুচকি হেসে) সবকিছুতেই তোমার নতুন না হলে চলবে না বুঝি?

অমিত ॥ (মৃদু হেসে) তার কারণ তোমায় নতুন করে পাব বলে।

[বাইরে আবার কলিংবেল বেজে উঠলো]

সুমিতা ॥ দরজার দিকে তাকিয়ে) তাহলে চলি, তোমার কোন বিশেষ দর্শনপ্রার্থী এসেছেন মনে হয়।

অমিত ॥ বিশেষ কোন দর্শনপ্রার্থী বলছো কেন?

সুমিতা ॥ (মচকি হেসে) বিশেষ না হলে তোমার বেডরুমে দেখা করতে আসবে কেন বল? দর্শনপ্রার্থীদের জন্য তো তোমার ড্রইংরুম রয়েছে। সেখানেই দেখা করতে পারতেন তোমার সাথে।

অমিত ॥ (স্মিত মুখে) তা বটে। তবে যিনি এসেছেন তিনি আমার দর্শনপ্রার্থী যেমন আমিও তেমনি তাঁর দর্শনপ্রার্থী বলতে পার।

সুমিতা ॥ সে কি ? তাহলে তো দেখে যেতেই হয়। আচ্ছা অমিত, তোমার এই বান্ধবীর নম্বর কত ?

অমিত ॥ (মৃদু হেসে) সে অনেক। তারচেয়ে ভাল করে দেখেই যাও। তবে দেখে বিশেষ লাভ হবে না তোমার।

সুমিতা ॥ (সোফায় বসতে বসতে) আমার যে লাভ হবে না তা জানি। আমার লোকসান হওয়া মানে তোমার লাভ। তাই না ?

অমিত ॥ (সিগারেট ধরিয়ে) না, তা ঠিক নয়। তবে জানো তো লাভ নিয়েই হল জগৎ। একজনের লাভ মানে আরেকজনের লোকসান। তবে এ ব্যাপারে তোমার আমার লাভ লোকসান একই রকম বলতে পার।

সুমিতা ॥ তার মানে ?

অমিত ॥ তার মানে হ'ল, যিনি এখন এ ঘরে প্রবেশ করবার জন্য দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি এ ঘরে প্রবেশ করলে আমাদের উভয়ের লাভ লোকসান একই সাথে হ'তে পারে।

সুমিতা ॥ (অধৈর্য ভাবে) হেঁয়ালী ছেড়ে সোজা কথা বলতো ?

অমিত ॥ (হেসে) জানো সুমি, সবাই আমাকে সংগীত শিল্পী হিসেবে জানে। আমি যে একসময় লেখক ছিলুম তা আজ অনেকেই ভুলে গেছে। কিন্তু তুমি তা ভোলনি। তাই তোমার প্রেরণায় আবার সুরের সাথে অসুরের সাধনাও শুরু করে দিয়েছিলুম তা তো তুমি জানো। গতমাসে যে 'ফানুস' গল্পটা তোমাকে শুনিয়েছিলুম—সেই 'ফানুস'-কে সিনেমাতে মানুষ করবার জন্য মহামান্য প্রডিউসার রূপচাঁদ ঝুনঝুনওয়ালা আমার দরজায় এখন উপস্থিত হয়েছেন।

সুমিতা ॥ (আনন্দে অমিতের দু'হাত চেপে ধরে) অমিত, তোমার একথা শুনে আমার সে কি ভীষণ আনন্দ হচ্ছে তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না। আমি চেয়েছিলুম, তুমি শুধু সিনেমায় 'প্লে-ব্যাক' করবে

না, বা সংগীত পরিচালক হয়েই থাকবে না,—তার সাথে তুমি কাহিনী-কারও হবে। এতদিনে সে আশা আমার পূর্ণ হল।

অমিত ॥ (সুমিতার দু'হাত ধরে একটু কাছে টেনে) এত আশা এখনই করোনা। শেষ মুহূর্তে তো নাও হতে পারে।

সুমিতা ॥ কেন, গল্পটা প্রডিউসারের পছন্দ হয়নি?

অমিত ॥ তা হয়েছে। না হলে আসবেন কেন আমার কাছে।

সুমিতা ॥ তাহলে আবার আশা করতে না করছো কেন?

অমিত ॥ (মৃদুহেসে) মহাপুরুষেরা বলে গেছেন, "আশা ত্যাগ কর, আশা পূর্ণ হবে।"

সুমিতা ॥ (হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে) মহাপুরুষের বাণী মাথায় থাক, আমি আশা ত্যাগ করতে পারবো না। চলি তাহলে। তোমার এই সুখবরের জন্য আমি তোমাকে খুব সুন্দর একটা পুরস্কার দেব। তুমি পাকা খবরটা আমাকে একটু পরেই জানিয়ে দিও। আমি বাড়ীতেই অপেক্ষা করবো তোমার জন্য।

অমিত ॥ তা দেব। আচ্ছা, তোমার ট্রেন কখন ছাড়বে?

সুমিতা ॥ বেলা দেড়টা নাগাদ লক্ষ্ণৌ এক্সপ্রেস ছাড়বে।

অমিত ॥ তুমি বাড়ী থেকে কখন বের হবে?

সুমিতা ॥ বারটায় বের হ'ব।

অমিত ॥ (মৃদুহেসে) আমার বারটা বাজিয়ে?

সুমিত ॥ (হেসে) সে অনেক আগেই তোমার বেজে গেছে। এবার বিদায় দাও প্রিয়, লক্ষ্ণৌ ঘুরে আসি।

[উভয়ের হাসি। সুমিতা দরজার দিকে এগিয়ে যায়। অমিত সুমিতার একটা হাত ধরে সুমিতাকে থামিয়ে দেয়]

অমিত ॥ (হাসিমুখে) দরজা খুলেই প্রডিউসারের সাথে দেখা হয়ে যাবে তোমার। তা ভালই হ'ল। তোমাকে দেখে আমার গল্পটা হয়তো এখনি

ফাইনাল করে ফেলবেন। এমন কি কিছু টাকা Advance-ও দিয়ে দিতে পারেন।

সুমিতা ॥ (হাসতে হাসতে) তাহলে তোমার গল্পের চেয়ে আমার রূপের মূল্য অনেক বেশী, কি বল?

অমিত ॥ (মুচকি হেসে) নিশ্চয়ই! সেই জন্যই তো রূপচাঁদ দোড়গোড়ায় হাজির।

সুমিতা ॥ (লজ্জা পেয়ে) চুপ, অসভ্য কোথাকার। তোমার মুখে কিছু আটকায় না।

[অমিত হাসি মুখে দরজা খুলতেই রূপচাঁদ ঝুনঝুনওয়ালা তার বিশাল বপু নিয়ে প্রবেশ করলো]

অমিত ॥ আসুন মিষ্টার ঝুনঝুনওয়ালা। বসুন।

রূপচাঁদ ॥ (সুমিতার দিকে একবার তাকিয়ে সোফায় বসতে বসতে) আমি তো ভাবছিলাম আপুনি এখনও Bed-এই আছেন। আপনার নিদ এখনও ভাঙ্গেনি।

অমিত ॥ (হেসে) না, আমার ঘুম ভেঙ্গেছে অনেক আগেই। আমরা একটি জরুরী কথা বলছিলুম। (সুমিতার উদ্দেশ্যে) সুমিতা, তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি—ইনি হলেন মিষ্টার রূপচাঁদ ঝুনঝুনওয়ালা। একজন বিখ্যাত প্রডিউসার।

সুমিতা ॥ নমস্কার।

অমিত ॥ (রূপচাঁদের উদ্দেশ্যে) মিষ্টার রূপচাঁদ, ইনি হলেন আমার ভাবী স্ত্রী সুমিতা দেবী।

রূপচাঁদ ॥ নমোস্কার নমোস্কার। দাঁড়িয়ে থাকছেন কেন? বোসুন?

সুমিতা ॥ (মৃদু হেসে) না আর বসবো না। অনেক কাজ আছে। (অমিতের দিকে তাকিয়ে) চলি অমিত। [সুমিতার প্রস্থান]

অমিত ॥ (সোফায় বসে একটা সিগায়েট ধরিয়ে)—বলুন মিষ্টার রূপচাঁদ, কি খাবেন। চা না কফি ? And anything you like ?

রূপচাঁদ ॥ স্রেফ এককাপ চা। আর কুছ্ নয়।

।[অমিত বেয়ারাকে ডেকে এককাপ চা দিয়ে যেতে বললো।]

অমিত ॥ আমার 'ফানুস' গল্পটা তো আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই, Director সলিলবাবুর কাজ থেকে। কেমন লাগলো আপনার ?

রূপচাঁদ ॥ (পকেট থেকে পানের ডিবা বের করে তার থেকে একটা পান ও কিছু জরদা মুখে ফেলে)—আপুনার গোপ্পর plot আমি বুঝে লিয়েচি। এক গানেওয়ালা হিরো আছে। এক গানেওয়ালী হিরোইন ভি আছে। একটা জলসাতে এই হিরো-হিরোইনের মোলাকাৎ হোবে। তারপর মহব্বত হোবে। হিরো বড় শরিফ আদমির লেড়কা আছে। মগর হিরোইন বহুৎ গরিব আদমির লেড়কি আছে। হিরোর Father ঐ গানেওয়ালী হিরোইনের সাথ্ হিরোকে শাদী দিতে নারাজ হোবে। হিরো গোসা কোরে সবকুছ্ দৌলত ছোড়কে চোলে যাবে। বহুৎ তকলিফ্ কোরে হিরো-হিরোইন নাম কোরবে, রূপেয়া কামাবে। মগর হিরোর Father-এর বহুৎ বড়া বেমারি হোবে। হিরো-হিরোইন বহুৎ নারসিং কোরে Father-কে ভাল কোরবে। Father-এর Mind change হোবে। Father ঐ হিরো-হিরোইনের শাদী দিয়ে দেবে। এই হ'ল আপুনার গোপ্প।

অমিত ॥ হ্যাঁ, গল্পটা তাই বটে। তবে গল্পটাকে আমি সম্পূর্ণ সংগীতের ওপরে তৈরি করেছি। এতে ঘটনা কম থাকছে। তবে Action-এর চেয়ে মিউজিক বেশী দিয়ে সে অভাব পূরণ করে নিয়েছি। সকল রাগের গান এতে থাকছে অল্পবিস্তর। গল্পটা সম্পূর্ণ সংগীত প্রধান গল্প বলতে পারেন।

[বেয়ারা চা দিয়ে গেল। রূপচাঁদ মুখ থেকে পানের ছিব্‌রে ফেলে দিয়ে কাপ থেকে প্লেটে চা ঢেলে খেল।]

রূপচাঁদ ॥ (চা খেয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে)—আপুনার গোপ্প তো

ভাল আছে। মগর কুছ্ change করতে হোবে। আপুনার এই গোপ্পে ওর কুছ্ মাল মশল্লা দিতে হোবে। Box office-এর কথা তো ভাবতে হোবে আমাকে। এই গোপ্প ভাল sale দেবে মগর superhit sale দেবে না।

অমিত ॥ (অবাক হয়ে)—কি বলছেন মিষ্টার রূপচাঁদ! বাংলাদেশে গানের ছবি কখনো মার খায় না। সব সময় হিট ছবি হয়।

রূপচাঁদ ॥ আপুনার বাত্ ঠিক 'আছে। লেকিন আমি Superhit Flim কোরতে চাই আপনার এই গোপ্প লিয়ে। পহেলি বাংলা ছোবি কোরে পরে ডাব কোরে হিন্দি কোরে লিব। আমার ভি লাভ হোবে। আপুনার ভি নাম হোবে। রূপেয়া ভি বেশী পাবেন।

অমিত ॥ (চিন্তিত স্বরে) তা না হয় বুঝলুম কিন্তু কি Matter আপনি দিতে চান?

রূপচাঁদ ॥ (হেসে) আপুনার গোপ্পে গানেওয়ালী তো আছে। ওর এক নাচনেওয়ালী ভি দিন। ঐ নাচনেওয়ালী গানেওয়ালা হিরোর সাথ মহব্বত কোরতে জানপয়চান কোরবে। নাচনেওয়ালী বড় বড় confernce-এ ভারতনাট্যম, কথাকলি, মণিপুরী নাচবে। ওর এক নাইট কিলাবে এ নাচনেওয়ালীই ক্যাবারে, টুইষ্ট, ষ্টিপটিজ ভি নাঁচবে। হিরোকে charm কোরে দেবে নাচনেওয়ালী। মগর হিরো কুছ্ না করবে। হাঁ, শুনুন, নাইট কিলারের সাথ একটা ভিলেন ভি দেবেন।

অমিত ॥ (বিস্মিত হয়ে)—ভিলেন দিয়ে কি হবে?

রূপচাঁদ ॥ (বিরক্ত হয়ে)—ভিলেন না দিলে তো আপুনার গোল্পের Action থাকবে না। ঐ ভিলেন নাচনেওয়ালীর মহব্বত চাইবে মগর নাচনেওয়ালী ঐ ভিলেনকে পেয়ার করবে না। নাচনেওয়ালী গানেওয়ালা হিরোকে পেয়ার করবে। ভিলেন জেলাসি কোরে হিরোকে Murder কোরতে চাইবে। মগর হিরো মরবে না। নাচনেওয়ালী হিরোকে বাঁচিয়ে দিবে। লেকিন

নিজের জানপয়চান হয়ে যাবে। ভিলেন ফেরার হোবে। পুলিশ ভিলেনকে গ্রেপ্তার কোরতে গেলে পুলিশের সাথ ভিলেনের রিভলবার ফাইট হোবে। ভিলেন মরে যাবে। ছোবি শেষ হোবে হিরো হিরোইনের সাদী দিয়ে। এইভাবে কিস্‌সা তৈরী করুন। Superhit Flim হোবে।

অমিত॥ (স্তম্ভিত ভাবে)—তাহলে আমার গল্পের মধ্যে একজন নাচনেওয়ালী মানে dancer, একটা Night club, একজন ভিলেন ও একদল পুলিশ রাখতে হবে। এইতো ?

রূপচাঁদ॥ (হেসে) হ্যাঁ, মগর ঔর এক জিনিস আছে। এসব মাল মশল্লা দিয়ে গোপ্পটাকে Adult story করিয়ে দিবেন। আমি Adult ছোবি কোরবো আপুনার এই গোপ্প লিয়ে।

অমিত॥ (গম্ভীর স্বরে)—তাহলে story-টা আর Musical Story না হয়ে Crime story হবে।

রূপচাঁদ॥ (হেসে) আপুনি তো জানেন অমিতবাবু, 'A' মার্কা বাংলা crime ছোবি এখন বাজারে superhit দিচ্ছে। আর ক্রাইম ছোবি করতে গেলে নাইট কিলাব, dance, মদ ভি রাখতে হোবে। এসব না হোলে picture superhit হোবে না।

অমিত॥ (স্তব্ধ হয়ে থেকে) আমাকে যে crime story তৈরী করে দিতে বললেন,—তা থেকে বোঝা যাচ্ছে আপনি নিজেই crime story তৈরী করতে জানেন। তাই করুন আপনি। আমি বরং storyটা আপনার নামেই লিখে দেব।

রূপচাঁদ॥ (সহাস্যে) কি যে বোলেন আমিতবাবু, আমি story তৈরী করতে পারি না। লেকিন, story শুনলে কত মালমসল্লা দিতে হোবে তা আমি বোলে দিতে পারি।

অমিত॥ (বিদ্রূপের ভঙ্গিতে) তাহলে তো আপনি হাফ্‌ লেখক।

রূপচাঁদ॥ (হেসে) আরে রাম রাম, কি যে বোলেন আপুনি, আমি writer

না আছি। আসল বাত শুনুন, এখন যত English ঔর হিন্দি crime ছবি চলছে, শালা সব এক formula আছে। ওসব দেখে দেখে আমি বুঝে লিয়েছি story-র formulaটা কি হোবে।

অমিত॥ তা তো বুঝলুম। কিন্তু দু'জন নায়িকা না দিলে story কি চলবে না?

রূপচাঁদ॥ (অবাক হয়ে) কি বোলছেন আপুনি,—Double Heroine ছাড়া crime ছোবি হোবে কি কোরে বলুন?—English, Hindi, ঔর Bengali crime ছোবিগুলোতে দেখুন, সব Double Heroine আছে। তাছাড়া মোনে রাখবেন, এসব crime ছোবির Hero-রা এখন সব দো হিরোইন পছন্দ কোরে। দো হিরোইন না থাকলে Hero ভাল কোরে কাজ ভি কোরতে চায়না; মগর picture ভি ভাল হোয় না। আমার বাত শুনুন, দো Type-এর দো হিরোইন এই crime ছোবিতে রাখতেই হোবে—না হোলে picture জমবে না।

অমিত॥ (বিস্মিত হয়ে) কিন্তু দু'জন হিরোইনের জন্য তো অনেক খরচ পড়ে যাবে আপনার।

রূপচাঁদ॥ (হসে) ওতো হোবেই। মগর আমার কুছ্ তকলিফ হোবে না। picture তো superhit হোবে। আমি সব রূপেয়া ঠিক তুলে লিব। আমার মুনাফা বরবাদ হোবে না।

অমিত॥ (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) বেশ, তাই করবেন তবে।

রূপচাঁদ॥ (হাসিমুখে) আমি কি করবো, আপুনি সব কোরে লিবেন storyতে। তোবে ঔর এক বাত্ আছে আপুনার সাথে।

অমিত॥ (গম্ভীর স্বরে) কি কথা বলুন।

রূপচাঁদ॥ (পকেট থেকে এক তাড়া নোট টেবিলের ওপর রেখে) আপুনার গোপ্পের নাম ভি change কোরতে হোবে আপুনাকে। 'ফানুস' নামটা চোলবে না এই গোপ্পে।

অমিত॥ (চমকে) কেন চলবে না?—এই গল্পের হিরোর father-এর

বড়লোক বলে যে vanity ছিল—তার যে কোন মূল্য নেই আজকের যুগে—তা গল্পের শেষে দেখানো হয়েছে হিরো-হিরোইনের মিলনের মধ্য দিয়ে। আর তা প্রমাণ করছে যে মানুষের পরিচয় তার মনুষ্যত্বে ও তার জন্মগত প্রতিভায়—টাকায় নয়। তাই vanityটা ফানুস ছাড়া আর কিছু নয়। ফানুসের চেয়ে মানুষ অনেক বড়।

রূপচাঁদ ॥ (হেসে) ও তো ঠিক বাত বোলেছেন। মগর আমাকে তো picture-এর কথা ভাবতে হোবে। Box office-এর দিকে নজর দিতে হোবে। ফানুস নাম Box office-sale দিবে না। 'ফানুস' নাম বরবাদ কোরে অন্য ভাল নাম দিন গোপ্পের।

অমিত ॥ (বিরক্ত ভাবে) তাহলে গল্পের নামও পাল্টাতে হবে। বেশ, তাহলে গল্পের নামটাও আপনিই ঠিক করে দিন।

রূপচাঁদ ॥ (খুশি হয়ে) এই গোপ্পে দো Type-এর love আছে। এক গানেওয়ালার হিরোর আসল love, দো ভিলেনের নকল love। গোপ্পের finishing-এ Moral হোবে আসল love জিন্দা রয়ে গেল। লেকিন নকল love finish হোয়ে গেল। তাই গোপ্পের নাম দিবেন—আসল নকল। আর হিন্দিতে আমি করে লিব—আস্‌লি ঔর নক্‌লি।

অমিত ॥ (গম্ভীর স্বরে) তাহলে মিষ্টার রূপচাঁদ ঝুনঝুনওয়ালা, এটাই দেখা যাচ্ছে যে, যে গল্পের আমি জন্ম দিয়েছিলুম তার পরিপূর্ণ মৃত্যু হ'ল। গল্পের কাঠামো পাল্টাতে হবে, ঘটনা পাল্টাতে হবে, চরিত্র পাল্টাতে হবে এবং এমনকি নামও পাল্টাতে হবে! অর্থাৎ আমার গল্পনামক একটি ছোট্ট শিশুর মাথা পাল্টিয়ে, হাত-পা-বুক প্রভৃতি বদ্‌লিয়ে, রক্তমাংস পরিবর্তন করে এবং সবশেষে শিশুর নামটাও পাল্টে দিলে যে অবস্থা হয়—অর্থাৎ মৃত্যু হয়—এটাও ঠিক তাই হ'ল। তাই নয় কি?

রূপচাঁদ ॥ (হাসতে হাসতে) ওসব বাত ছোড় দিন। আমি তো আপনাকে

বেশী টাকা দিব এই মেহানতের জন্য। গোপ্পের change-এর জন্য দুখ্ কোরবেন না,—মগর রূপেয়ার কথা ভাবুন।

অমিত ॥ (বিদ্রূপস্বরে) মিষ্টার ঝুনঝুনওয়ালা, আপনার মত Businessman-এর কাছে টাকার চেয়ে বড় জিনিস জগতে আর কিছু নেই। তাই কালচার জিনিসটা আপনাদের মধ্যে খুবই কম আছে।

রূপচাঁদ ॥ (সহাস্যে) শুনুন অমিতবাবু, রূপেয়া না থাকলে কালচার দিয়ে কুছ্ ফয়দা হয়না! ও বাত ছোড়ুন! (টেবিলের থেকে নোটের তাড়াটা নিয়ে অমিতের হাতে দিয়ে) এই লিন, তিন হাজার রূপেয়া। storyর জন্য Advance আপুনাকে payment করলাম। ঔর দো হাজার story complete হোলে আপুনাকে দিব। আমি যেভাবে আপুনাকে story-টা বাতলে দিলাম সে ভাবে story-টা সাজিয়ে লিবেন।

অমিত ॥ (টাকাটা হাতে নিয়ে) ঠিক আছে, আপনি দিন দশেক বাদে আসবেন, আপনার কথামতই গল্পটা নতুন ভাবে তৈরী করে দেব।

রূপচাঁদ ॥ (খুশি হয়ে) ব্যস্, আমার ঔর কুছ ভাবনা নাই। এবার শুনুন। এই গোপ্পের Music Director ভি আপনি থাকবেন। আপনার বহুৎ নাম হোবে বাংলা ও হিন্দি ছোবিতে। রূপেয়াভি বহুৎ কামাবেন! (উঠে দাঁড়িয়ে) আচ্ছা নমস্তে।

অমিত ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে) নমস্কার। [রূপচাঁদ ঝুনঝুনওয়ালার প্রস্থান]

[অমিত পকেট থেকে নোটগুলো বের করে একবার দেখলো। তারপর ড্রেসিংটেবিলের পাশ থেকে ফোনটা তুলে ডায়াল করলো)

হ্যালো ? কে সুমিতা ?—অমিত বলছি।

তুমি যে সুখবর জানতে চেয়েছিলে তা তোমায় জানাচ্ছি। এই মাত্র একটি গল্পের মৃত্যু হ'ল। ....না না, গল্প নির্বাচিত হয়েছে ঠিকই তবে যে গল্প আমি লিখেছি সেই গল্পের কবরের ওপর আরেকটা গল্পের জন্ম দিতে হবে আমাকে।....তার মানে প্রডিউসারের ইচ্ছে তাই।....দুঃখ করে

লাভ নেই জানি, তুমি যা বলছো তাও জানি। শুধু ভাবছি, প্রতিদিন পৃথিবীতে কত গল্পের এমনি করে মৃত্যু হচ্ছে! অর্থের জন্য, খ্যাতির জন্য কত গল্পের ভ্রূণহত্যা এমনি করে হচ্ছে প্রতিদিন। আজ আমিও সেই ভ্রূণহত্যাকারী লেখকদের তালিকায় পড়লেম। যশের জন্য অর্থের জন্য আজ আমিও ঘাতক হলাম একটি গল্পের মৃত্যু ঘটিয়ে দিয়ে। (ধীরে ধীরে অমিত সেন ফোনটা নামিয়ে দিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে আবার দাঁড়ালো। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো।)

যবনিকা

ব্যষ্টি জীবনের বক্তব্য যত থাকছে তার চেয়ে সমষ্টি জীবনের বক্তব্য বেশী থাকছে বর্তমান নাটকের মধ্যে।

তাই আমরা দেখি বর্তমান সমাজ জীবনে ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টির বক্তব্যই মঞ্চে পরিস্ফুট হচ্ছে বেশী। ব্যক্তি জীবনের চেয়ে সমাজ জীবনের বিভিন্ন রূপই আমরা মঞ্চে প্রত্যক্ষ করি বেশী। এই সমাজ জীবনের আবরণে যুগজীবনের বাস্তব রূপ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমরা দেখতে পাই কখনো রাজনৈতিক কখনো অর্থনৈতিক ইজমের মাধ্যমে।

ফলে মঞ্চে আজ আঙ্গিকের চেয়ে অভিনয়ের চেয়ে বক্তব্যই বড় হয়ে উঠছে। এর পেছনে রয়েছে আজকের জীবন-যন্ত্রণা।

যে জীবন আজ যুগ যন্ত্রণার দোলতে সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসাম্যের অস্থিরতায় সর্বদা উদ্বেলিত। অতৃপ্তি অসন্তোষ ও অবিশ্বাসের যন্ত্রণায় পূর্ণ। পথহীন, লক্ষহীন, আদর্শহীন আজ আমাদের সমাজ জীবন। মানবতার পথ আজ অবিশ্বাস ও ঘৃণায় রক্তে রাঙ্গা। বর্তমান সমাজের প্রতিটি জীবন আজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উত্তাপে উত্তপ্ত। এই উত্তাপ আজ মানুষের সকল কোমল ও কল্যাণ-কর অনুভূতিকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। আদর্শ, মানবতা, উদারতা, সব বিসর্জন দিয়ে কোনমতে ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে কাপুরুষ হয়ে বেঁচে থাকাটাই আজ জীবনের একমাত্র ধর্ম বলে আমরা মনে করছি।

মুষ্টিমেয়র হাতে আজ সমষ্টি নীরবে মার খেয়ে যাচ্ছে মনুষ্যত্ব হারিয়ে। এই হ'ল আজ আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক জীবনের জ্বলন্ত বাস্তব রূপ। তাই সমাজের সর্বস্তরে আজ শুধু পুঞ্জিভূত ক্ষোভ, মাত্রাহীন লোভ, ব্যর্থতা, অবিশ্বাস, অসন্তোষ এবং লক্ষ্যহীন মাত্রাহীন আদর্শহীন নিষ্ঠুরতার রক্তাক্ত রূপ। আদিম জীবনের 'বিংশ শতাব্দী' সংস্করণ। এই নাট্যগ্রন্থের (চলছে চলবে) নাটক তিনটির মধ্য দিয়ে (আত্মহত্যা, অষ্টগ্রহ সম্মেলন ও একটি গল্পের মৃত্যু) এই বক্তব্যই রূপায়িত হয়েছে কখনো স্পষ্টভাবে কখনো রূপকের মাধ্যমে।

কিন্তু জীবন-যন্ত্রণাই জীবনের একমাত্র স্বরূপ নয়। জীবনের আরেকটি রূপও আছে। তা হ'ল অমৃত। যেখানে আছে প্রেম, বিশ্বাস, সরলতা, আন্তরিকতার অনাবিল স্নিগ্ধ পবিত্ররূপ।

এই অমৃত ও যন্ত্রণা মিলেই জীবন পূর্ণ। 'ছুল শয্যার রাতে' এই যন্ত্রণারই এক সার্থক প্রতিচ্ছবি। এই অমৃত-যন্ত্রণা চলছে চলবে।



নাট্যকার

'চলছে চলবে' নাটক সংকলন গ্রন্থের নাট্যকার
শ্রীবিপুল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

এঁর অন্যান্য গ্রন্থ হল—

ততঃ কিম—নাটক [রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত]

স্রষ্টা জানেন সৃষ্টি তার অনন্ত নয়—কাব্যগ্রন্থ

বৈদ্যুতিক চুল্লী—গল্পগ্রন্থ

ঘেরাও লীলা—রসরচনা